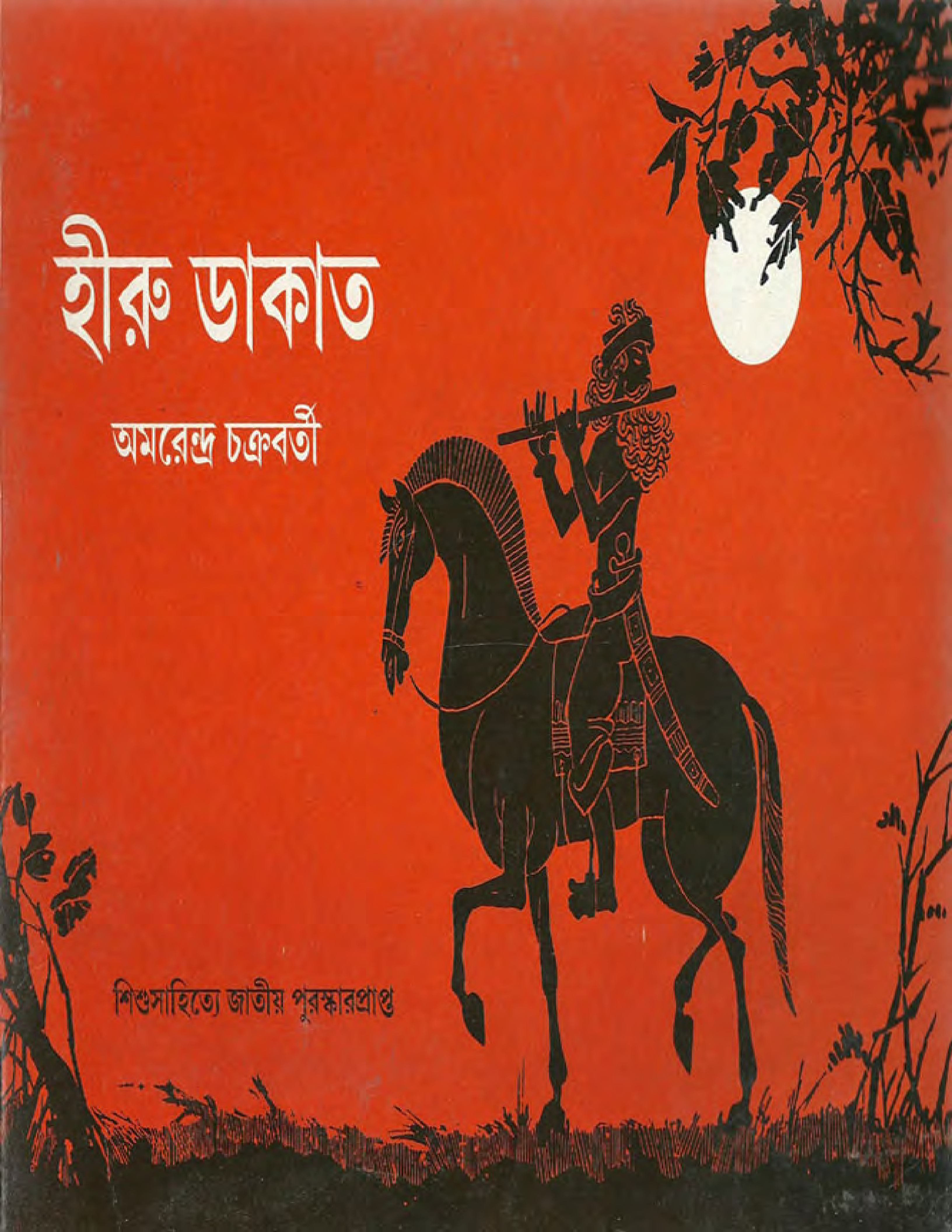
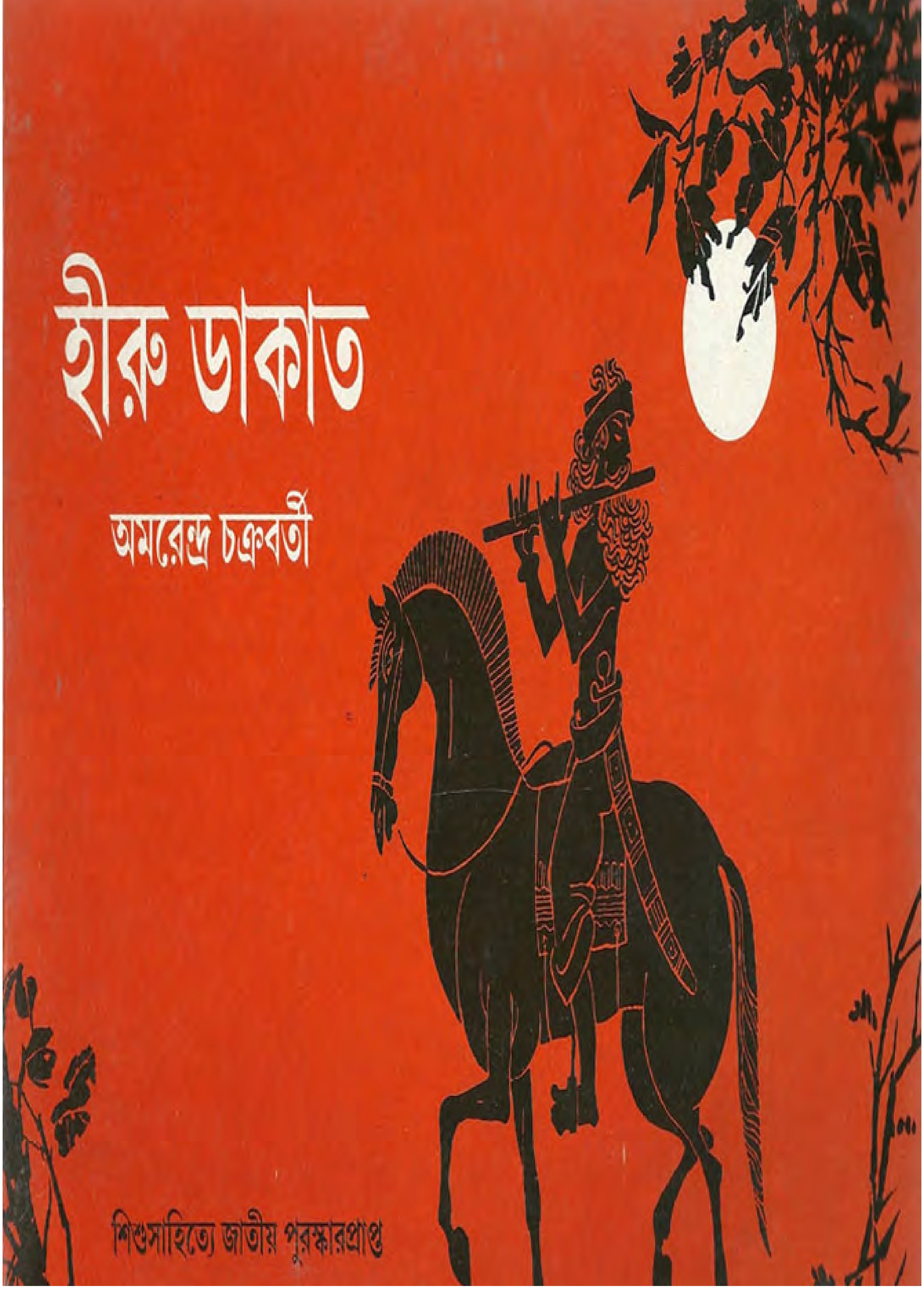
হীরু ডাকাত

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী



শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত


হীরু ডাকাত
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত



হীরু ডাকাত

অমরেন্দ্র চ. বর্তী



স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড

HIRU DAKAT

Verse-drama for children by Amarendra Chakravorty

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

.দবব্রত ঘোষ

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৬ মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ১৯৮৭ মুদ্রণ সংখ্যা ৩০০০
তৃতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৮৯ মুদ্রণ সংখ্যা ১৫০০০
চতুর্থ মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ মুদ্রণ সংখ্যা ৬৫০০
পঞ্চম মুদ্রণ এপ্রিল ১৯৯৩ মুদ্রণ সংখ্যা ৫১০০
ষষ্ঠ মুদ্রণ জুন ১৯৯৮ মুদ্রণ সংখ্যা ৩০০০
সপ্তম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৫ মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০
অষ্টম মুদ্রণ অক্টোবর ২০০৫ মুদ্রণ সংখ্যা ৩১০০
নবম মুদ্রণ মে ২০১০ মুদ্রণ সংখ্যা ৩১০০

ISBN 81-86891-06-4

প্রকাশক সর্বাণী চক্রবর্তী
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯

মুদ্রক লালচাঁদ রায় অ্যান্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ
৭ এবং ৭/১, গ্রান্ট লেন, কলকাতা-৭০০ ০১২

এই লেখকের ছোটদের অন্যান্য বই

শাদা ঘোড়া

ঋষিকুমার

গৌর যাযাবর
হরিণের সঙ্গে খেলা
তালগাছের ডোঙা
পাখির খাতা
আমার বনবাস
আমাজনের জঙ্গলে
ভূতের বাঁশি
টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী

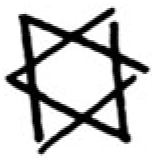
হীরু ডাকাত

দশ-বারো বছর আগে 'হীরু ডাকাত'-এর শ্রুতিনাটক .তরির প্রয়োজনে মূল লেখায় কিছুটা অদল-বদল করতে হয়েছিল । তার দুয়েকটা এই নতুন মুদ্রণেও রাখা হল । এই সুযোগে আরও দুয়েকটি অংশ সামান্য সংশোধন করে দিলাম । নতুন কয়েকটি পংক্তিও যোগ করেছি ।

কলকাতা



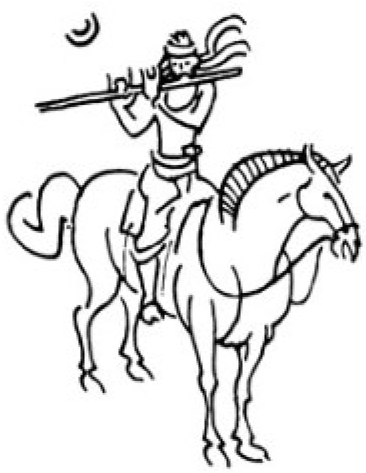
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৫



আকাশের একটা তারা
আমার বাবা,
সেই তারাকে--
যাঁর কাছে আমার লেখার হাতে-খড়ি,
যাঁর কাছে আমার শেখার শেষ নেই ।



প্রথম অভিযান



দ্বিতীয় অভিযান

শেষ অভিযান



. থম অভিযান



১

আমবাগানের ছায়ায় তিনটে ছেলে
এই ছুটছে, গাছে উঠছে, দিচ্ছে ঠেলে ফেলে
গাছ থেকে তার সঙ্গীকে আর হাসছে হাহা হিহি
হঠাৎ দূরে ঘোড়ার চিঁহি-হি
শুনেই তারা চুপ ।
ঠিক যেখানে প্রাচীন রাজার বাড়ির ধ্বংসস্তূপ
ভাঙা দেয়াল, ঝোপঝাড় আর অশথগাছে ঘেরা,
দৌড়ে গিয়ে সেইখানটায় লুকায় বালকেরা ।
টগবগ টগ টগবগ টগ ক্রমেই আসছে কাছে
কী সর্বনাশ! একটা তো নয়, আর কি রক্ষা আছে?
অনেকগুলো খুরের শব্দ-- ভয়েই ওরা কাঠ!
ঠিক মনে হয় সামনের ওই বিরাট ঝাপসা মাঠ
টগবগ টগ টগবগ টগ বাজাচ্ছে ডুগডুগি--
সূর্যও ঠিক ডুবুডুবু । খেলবার হুজুগই
কাল হল আজ ।
খুরের আওয়াজ
আরো কাছে, এসে পড়ল বলে!
টুপ করে ওই সূর্য পড়ল ঢলে ।
হুড়মুড়িয়ে পাঁচটা ঘোড়া থামল এসে বনে
একটি সওয়ার তলোয়ারটা হাওয়ায় অকারণে
নাচিয়ে নিল
তারপরে ঠিক গুনে গুনে উনিশটি শিস দিল ।
ঘোড়ার পিঠে ও কারা?
ছেলে তিনটি দেখছে, বাক্যহারা ।



কোথায় ছিল উনিশটি লোক, বিকেলবেলা কোথায় তারা ছিল?
হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠিল!
শিস দিয়েছে যে, তার সামনে দাঁড়াল জোড়হাতে--
তিনটি ছেলে দমবন্ধ, কী আছে বরাতে!

খাপে পুরে তলোয়ার
ঘোড়া থেকে ওই সওয়ার
এক লাফে নামল মাটিতে । গমগমে গলা তার,
বলে হও তৈয়ার!
উনিশজন জো হুকুম সর্দার ।
সর্দার খবরদার!
ভীষণ দরকার ছাড়া কেউ
বহাবে না রক্তের ঢেউ ।
উনিশজন যে আজ্ঞা
কিন্তু সর্দার, মাঝে-মধ্যে খুন-টুন না হলে যে চুলকোয় গা!
সর্দার চোপ!
দেব এক কোপ!
যা যা
ঢাক আন কাঠি আন, ঢাকে দিই ঘা
সঙ্গের ঘোড়সওয়ারদের ছি ছি! ঈশ!
ঘোড়াকে জল খাইয়েছিস?
এখুনি দে জল

তারপরে নে, চল ।

আহা কী সুন্দর ফুটেছে দোপাটি!

ভর সন্ধেয় ঢাকে পড়ল কাঠি!
ঢাকের তালে মাথা নড়ছে, শাদা চুল আর দাড়ি
বনের হাওয়ায় করছে মারামারি ।
বুকের মধ্যে গুরুগুরু,
মশা কামড়ে চামড়া পুরু,
সন্ধ্যা মুছে নেমে আসছে রাত--
লোকগুলো নিশ্চয়ই ডাকাত!
ঢাক বাজাচ্ছে, এবার নিশ্চয়ই করবে কালীপুজো--
বাবা গো মা, বনের মধ্যে মরা ছেলের হাড়-মাংস খুঁজো!
তিন বন্ধুর প্রাণ উড়ে যায়, দ্যাখে
গাছের থেকে নামাচ্ছে একে-একে
দড়িবাঁধা মস্ত মস্ত খাঁড়া!
ঢাক থামিয়ে ডাকাত বলে দাঁড়া,

এবার একটু বাঁশি বাজাই,
তারপরে আয় মাকে সাজাই,
তারপরে... এই, দ্যাখ তো ওই ঝোপটা কেন নড়ছে?

একজন ডাকাত কার হারানো ছাগল হয়তো চরছে

সর্দার যা বলছি কর--

পুলিশের চর
হলেই মুণ্ডু নিবি!

বলে তারা ঘিরল রাজার ঢিবি ।

উনিশজন আর পাঁচ সওয়ার--
আর কী হবে যা হওয়ার!

সামনে ডাকাত, মাথার ওপরে প্যাঁচা ।
ছেলে তিনটি দু-হাত তুলে চেঁচায়
হেই দাদা গো পায়ে পড়ি
দ্যাখো হাতে নেই লাঠি-ছড়ি
আমরা রাখাল ছেলে
এসেছিলাম খেলতে কাজ ফেলে ।
তবে কেন মারবে গো প্রাণে?
তলোয়ারটা নিয়ে হ্যাঁচকা টানে
সর্দার মারতে তোদের কে চায়!
কে রে তোরা? থাকিস কোথায়?
মিথ্যে বললে খবরদার--
আমি হীরু, ডাকাত সর্দার!
দারোগার কে কী তোরা হোস?
অন্যরা করছে ফোঁস ফোঁস!
হয়েছে কী, একজন দারোগার শ্বশুরের বাড়ির রাখাল ।
বললে যদি রক্তে ভাসে খাল!
রাখাল ছেলে পুলিশ কী করে হবে মোদের চাচাজী!
একজন ডাকাত চোপ পাজি!
সর্দার, এ ছোকরা ঠিক মিথ্যে বলছে!
সর্দারের তো ততক্ষণে দু-চোখ জ্বলছে ।
আরেকজন ডাকাত সর্দার, পুলিশ আজকাল শুনছি, ছোট-ছোট ছেলে
চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে, যদি খবর মেলে
হীরু ডাকাতের!
সর্দার ফয়সালা হবে আজ রাতে ।
বাঁধ,
ঘুঘু দেখল, দেখবে ঘুঘুর ফাঁদ!

ছেলেরা ও বাবা গো!
আর্তনাদ করে ওঠে তারা
অশ্বারোহী দিচ্ছে পাহারা ।
সর্দার পৃথিবীতে আর তোদের থাকবে না দাগও!
গাছে গাছে অট্টহাস্য করে উঠল বোধহয় বাতাসই ।
সর্দারের ঠোঁটে ওঠে বাঁশি ।



আহা, সে কী সুর!
রাত হল দুপুর ।
অশথগাছের পাতায় বসল চাঁদ ।
সর্দার   কাঁদ তোরা, যত পারিস কাঁদ!
বাঁশি থামিয়ে বলল ডাকাত হীরু
        এই বয়েসে মিথ্যে বলিস, ভীরু!
        ইচ্ছে করে দিই তুলে আছাড়!
ছেলেদের তো প্রাণ নেই আর ধড়ে
রাখাল ছেলে হীরুর পায়ে পড়ে ।
সর্দার   পা ছাড়!
বলে হীরু হনহনিয়ে গেল দলের দিকে ।
দলের অন্য লোকরা তখন টিপে মারছে বাদুড় ও চামচিকে,
মায়ের পূজার রক্ত তো চাই
এদিকে আর সময়ও নাই--
জঙ্গলে ঘোর হীরু বসল পুজোয়,
থালা ভরা ফলমূল আর দুধ রয়েছে কুঁজোয় ।

ঢাক বাজিয়ে পুজো হল
প্রসাদ প্রায় থালা-ষোলো
হীরু কিন্তু ছোঁয় না কিছু
থালায় নিয়ে আখ আর লিচু
বন্দীদের কাছে এসে দাঁড়ায় ।
আনমনা সে লিচুর খোসা ছাড়ায় ।
হঠাৎ গম্ভীর স্বরে
        বল, কে কে আছে ঘরে?
        কোথা থেকে জোটে রোজ ভাত?

ছেলে তিনটি শুকনো মুখে
শুধু চায় সম্মুখে
একজন বলল হঠাৎ

রোজ কি ভাত হয় ঘরে!
পুকুরের গুগলি ধরে
শাক-পাতা দিয়ে খাই প্রায়ই ।
বাপ-মায়ের নেই কোনো আয়ই ।
কে খাওয়াবে ভাত?
উপায় কী, যেমন বরাত!



সর্দার ঠিক বাঘের মতন ছাড়ল হুংকার
দৌড়ে এল তেইশ জোয়ান খাওয়া ফেলে যে-যার ।
ছেলে তিনটি কঁকিয়ে কেঁদে উঠতে

সর্দার পারবি না কি ফুলের মতো ফুটতে?
পাস যদি এই ঘোড়া তলোয়ার?
হ্যাঁ কিংবা না-- তোদের কী আছে বলবার!

ছেলেরা গরু চরাই, ঘোড়ায় মারবে চাট ।
বড্ড ভারি তলোয়ারের বাঁট!

সর্দার ভেড়া তোরা, যা না কামাখ্যা!

এই নে আখ খা!
না খেয়ে খেয়ে হাড়জিরজিরে চেহারা--
এক চুমুকে দুধটুকু খা, এই নে কালীর পেয়ারা!

হাত-পা বাঁধা নিরুপায়
ডাকাত তখন খাইয়ে দেয় ।

সর্দার দুধ খাবি ফল খাবি
গায়ে হাতির বল পাবি ।

ছেলেরা ফল খাওয়ালে, দুধ খাওয়ালে, তোমরা তো নয় মন্দ লোক
এবার তবে বাড়ি যেতে প্রভু তোমার আজ্ঞা হোক!
হাত টাটাচ্ছে, পা টাটাচ্ছে, গা হয়েছে চচ্চড়ি--
এ যে গরুর দড়ি!

সর্দার না,
কোথাও যাবি না ।
আরো দু-তিন প্রহর বনে থাক ।
এই, এদের গাছে বেঁধে রাখ!

দসুযর দল তিন ছেলেকে বাঁধল গাছের গোড়ায়
পাঁচজনে লাফ দিয়ে উঠল পাঁচটি কালো ঘোড়ায়
উনিশজনের হাতে জ্বলছে মশাল ।
এসব কবে ঘটছে জানো? সেটা উনিশশো সাল ।

২

রাক্ষুসে সেই আলোর শিখা অন্ধকারকে নাচায়
ডাকাত যাও প্রাণে রাখল, এবার আর কে বাঁচায়!

প্রথম ছেলে ভাইরে, হাজার বেহ্মদত্যি খড়ম পায়ে ছুটছে!

দ্বিতীয় ছেলে কী যে বলিস, ঘোড়াগুলো বন ছাড়িয়ে পাকা রাস্তায় উঠছে--
ও তারই আওয়াজ

প্রথম ছেলে কুচকাওয়াজ

করছে যেন কারা!

তৃতীয় বাঁশঝাড়ে ওই বলছে কী তেনারা!

দ্বিতীয় যাঃ! ও তো বাঁশ ঝাড়েরই শব্দ ।

প্রথম লক্ষ্য ওদের আমরা না?

দ্বিতীয় ওসব ছাড়, হাতের দড়ি কামড়া না ।

প্রথম উঃ, চারপাশ কী স্তব্ধ!

তৃতীয় বাঁশ গাছে ওই শব্দ হয়? ও শব্দ কার?

প্রথম উঃ, কী ঘন অন্ধকার!

এমন সময়, সবাইকে যে সাহস দিচ্ছে, সাহসী সেই ছেলে

ভয়-পাওয়া তার ভীষণ দু চোখ মেলে



চেঁচিয়ে উঠল	বাঁচাও!

রক্ষা করো, রক্ষা করো, বদলে দেব যা চাও ।

অন্ধকারে ভীষণ কিছু আসছিল,

কেউ জানে না ঠিক ওটা যে কী ছিল ।

হনহনিয়ে আসছে তেড়ে--

তিন বন্ধুই গলা ছেড়ে

কেঁদে উঠল	বাঁচাও, বাঁচাও, ও বাবা, মা, মাসি!

সামনে এসে দাঁড়াল উঃ কী ভীষণ সন্ন্যাসী!

দু-চোখে তার জ্বলন্ত দুই গুল ।

বাঁ হাতে এক ছুঁচলো ত্রিশূল

ভস্ম মাখা গা,

কথা বলছে, কিন্তু হাতের ত্রিশূল নামায় না ।

সন্ন্যাসী	কে তোদের বেঁধেছে এভাবে?

নিজেকে সে বড্ড বীরই ভাবে!

এসেছিল একা কিংবা সবাই?

কই রে, জবাব দে, নয়তো করব জবাই!

সন্ন্যাসীর মাথার ওপর দিয়ে

উড়ে গেল মস্ত একটা টিয়ে

সাহসী ছেলে	তোমায় দেখে ভেবেছি হিংস্র ভূত--

তুমি তো দেবদূত!

দু-হাত বাঁধা, নইলে তোমার পায়ে

ঝাঁপিয়ে পড়ে ধন্য হতাম আমরা তিনটি ভায়ে ।

তিন কূলে কেউ নেই গো মোদের, না মা, না মাসি--

প্রণাম তোমায়, প্রণাম সন্ন্যাসী ।

সন্ন্যাসী	ভাই-ই যদি, একরকম কেন দেখাচ্ছে না?

তিন ছেলে	এক গাঁয়ে বাসা হলে ভাই হবে না?

এক গাঁয়ে একই মাঠের ধারে
একই খিদে তিনজনকে মারে
ছোট্ট থেকে আমরা তিনটি ছেলে
একসঙ্গে বেড়াই খেটে-খেলে--
ভাই না?

সন্ন্যাসী যা যা
ওসব ছেঁদো কথা রাখ ।
ঠিক করে বল, একটু আগে এই বনে কেউ বাজিয়েছিল ঢাক?



জটার মধ্যে লুকনো উন্মুখ
চোখে পড়ল দোনলা বন্দুক ।
হীরু ডাকাত ফল দিয়েছে, দুধ দিয়েছে মুখে--
এ লোক শুধু চোখ রাঙাচ্ছে, সাহসে বুক ঠুকে
বলল তুখোড় বালক

ঢাকী একটা এসেছিল, মাথায় গোঁজা পালক
নেচে নেচে গান গাইল
কেঁদে কেটে পান চাইল
খেলতে খেলতে বুঝে গেলাম লোকটা বদ্ধ পাগল

সঙ্গে ছিল একটা খোঁড়া ছাগল।

মন্ন্যাসী তবে তোদের বাঁধল কে?
পাগলে আর ছাগলে?

তুখোড় ছেলে আমরা ওকে খ্যাপাচ্ছিলাম
ছুঁড়ে মারছি যা পাচ্ছিলাম।
হঠাৎই ও হাওয়ায় কিছু ওড়াল।
ঠিক মনে হয় ব্যাঙের মাংস পোড়াল
বাবা কী দুর্গন্ধ!
দম হল যে বন্ধ!
বুকের মধ্যে আনচান,
হলাম ক্রমে অজ্ঞান।
উলট-পালট লেগে গেল পেটের নাড়িভুঁড়িতে।
জেগে দেখি বাঁধা আছি মস্ত গাছের গুঁড়িতে।

সন্ন্যাসী এসব কি ঠিক? এই তোরা বল।

অন্য দুজন বুঝিনি তো পাগলের এত ছল!

সন্ন্যাসী সত্যি? পাগল তো সত্যি?
আমি না এলে তবে মরতি?

সাহসী ছেলে তাছাড়া উপায় কী?
দিন কারো একভাবে যায় কি?
এই দেখুন না, একটু আগে মৃত্যু ছিল অনিবার্য
আপনি এলেন, আপনি ঋষি, আপনি মোদের আচার্য
(ঋষি না ছাই! ঋষির থাকে আগুনভরা অস্ত্র?
সন্ন্যাসী হয় শুধু পরলেই গেরুয়া রাঙানো বস্ত্র!)
আপনি প্রভু, প্রভু গো প্রভু, বাঁধন খুলে দাও।

সন্ন্যাসী যা বলেছিস মিথ্যে নয় একটাও?
পাগল যদি, সঙ্গে কেন ঢাক?

সাহসী ছেলে প্রভু, আমরা কথার মধ্যে রাখিনি কোনো ফাঁক

সন্ন্যাসী সত্যি পাগল?

অন্য দুজন যা দেখেছি সব বলেছি, এমনকি সেই ছাগল

ছিল একটু খোঁড়া--

বলেছি হুবহু ।

সন্ন্যাসী কাছাকাছি ছিল না কোনো ঘোড়া?

সাহসী ছেলে উঁহু ।

ঘোড়া কি আর পিঁপড়ে কিংবা ঝিঁ-ঝি?

দেখেও তবুও মিথ্যে বলব, ছি!

সন্ন্যাসী মনে মনে ঢাকের কথায় খটকা লাগছে মনে

আসার কথা ছিল তো এই বনে ।

হুকুম ছিল সাধুর ছদ্মবেশে

আলাপ করে জানব অন্ধিসন্ধি ।

দারোগা সাহেব সেপাই নিয়ে এসে

করবে পালের গোদাটাকে বন্দী!

হঠাৎ রেগে ত্রিশূল ছুঁইয়ে রাখালছেলের বুকে

শিখেছিস তো দিব্যি কথার ঠাঁট ।

ভাবিস, যা-তা যেমন খুশি বোঝাবি উজবুকে!

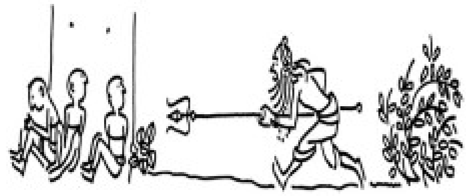
বল, তোদের বাড়ি কোথায় বল--

মিথ্যে বললে এই চেয়ে দ্যাখ ত্রিশূলখানার বাঁট!

শূলের খোঁচায় বুক ভেসে যায়, রক্ত অনর্গল

দূরের থেকে চেঁচাল কে, কাঁপল তল্লাট

দূরের কণ্ঠ বাড়ি চাঁদের হাট!



সন্ন্যাসী   কে রে ওটা, কোন হনুমান, সাহস তো কম নয়,
রং তামাসা করতে আসিস, যাবি কি যমালয়?
কে? কে ওটা? রঙ্গ জানে, জানে না সাধুর শাপ?

দূরের কণ্ঠ   আমি তোর বাপ ।

বজ্রস্বরে বলে উঠে মাথার ওপর গাছপালা তোলপাড়
করে ভীষণ ঝড়ের মতো সাধুর ঘাড়ে পড়ল এক পাহাড়--
আর কেউ নয়, স্বয়ং হীরু ডাকাত ।
সাধুর গলায় সাঁটা তার দুই হাত ।
ছিটকে গেল হাতের ত্রিশূল
খুলে পড়ল জটবাঁধা চুল,
সাধু যতই হাঁসফাঁসিয়ে তুলছে বন্দুক
হীরু ততই দুই হাঁটুতে ডলছে সাধুর বুক ।
কুড়িয়ে নিয়ে শক্ত নকল জটা
সাধুর গায়ে বাঁধন দিল ছটা ।

হীরু   আপাতত দরকার নেই আর
একটু পরেই হবে তোর বিচার ।
বেতনভোগী ভীরু!
হদিশ চাস হীরুর?
কী ভাগ্যিস, ছিল বনের টিয়ে
বিপদ দেখে গেল খবর নিয়ে ।

সন্ন্যাসী   আগে জানলে বদমাস মুখপোড়ার
ঘুচিয়ে দিতাম ওড়া ।

হীরু   অনেকক্ষণই শুনছি তো তোর জেরা

অবাক করল রাখাল বালকেরা ।

বুক ভেসে যায় রক্তে, জ্বালা করে,

রাখাল বলে উচ্ছ্বসিত স্বরে

বন্দুক দেখেই বুঝেছিলাম

মতলব নয় এর ভালো



মিথ্যে গল্প খুঁজেছিলাম

ভণ্ডকেই ভোলালো ।

সর্দার   সাবাস, সাবাস তোরা ভাই!

আজ একে করব জবাই!

আপাতত খাক গড়াগড়ি--

আয়, আগে খুলে দিই দড়ি ।

সর্দার কী একটা বুনো লতা

ঘষে নিয়ে রাখালছেলের ক্ষতে লাগাল তা

বন্ধ হয়ে গেল রক্ত পড়া ।

সর্দার   সন্ন্যাসী ধুলোয় গড়াক!

সাহসী ছেলে কোথায় তোমার ঘোড়া, সর্দার, কোথায় বা দলবল?
সর্দার হোসনি চঞ্চল!
আসছে তারা, এসে পড়বে ঠিকই ।
কী রে, টিকটিকি,
ছিঁড়ে গেল জাল?
তিন ছেলে সন্ন্যাসীর কী হয়েছে হাল,
সাহসী ছেলে আহা রে!
সর্দার মারের ব্যথা মনে পড়ে না, যখন কাউকে মারে!
তিন ছেলে টগবগ টগবগ টগবগ টগবগ আসছে ফিরে তারা
কী ভাগ্যিস এক টিয়ে পাখি দিচ্ছিল পাহারা!
খবর নিয়ে গেল পাখি
হীরু ফিরল রক্ত-আঁখি
নয়তো অক্কা পেতুম
সন্ন্যাসীর ছাই খেতুম
এখন সামনে হীরের থালা
ভয় ডর সব যা যা পালা
ষণ্ডাগণ্ডা ছয় গণ্ডা বন্ধু ডাকাতদল
সর্দার, এবার বিদায় দাও, আর কোরো না ছল ।
সর্দার যাবি? না না, কোথায় যাবি?
খিদেতে কী খাবি?
তার চেয়ে চল আমার সঙ্গে
নদীঘেরা দক্ষিণ বঙ্গে--
তিন ছেলে তখন বললে চাঁদের হাট, চাঁদের হাটটা কী?
নিছক ওটা কথার কথা? নেহাত ঠাট্টা কি?
সর্দার যাবি তোরা? চল ।
নদী ছলাৎছল

শোনাবে গান রাতদিন দিন-রাত
নদীর গানের সঙ্গে গরম ভাত!
চল তোরা, থাকবি চাঁদের হাট ।
এমন সময় মার মার কাট কাট
শব্দে ছুটে এল হীরুর চ্যালা
তেইশ জোয়ান এল যেন ঝড় উঠল বনে ।
কবে এসব ঘটছে জানো? ঠিক উনিশশো সনে ।
তিন ছেলে খেলতে এসে উঃ কী মজার খেলা!
ঘোড়ার পিঠে সোনাদানা বস্তা বস্তা চাল
পোঁটলা বাঁধা ক্ষীর আর ছানা, কাপড় জামা শাল ।
গোঙাচ্ছে সেই ভেকধরা সন্ন্যাসী--
তবে কি হায় জ্যান্ত হবে ফাঁসি!
তেইশ জোয়ান সর্দার, এই সে দুশমন?
আমাদের রক্ত নিয়ে করতে চায় আচমন?
সর্দার বজ্জাত বর্বর!
দুজনে দু-ঠ্যাং ধর
হুকুম দিচ্ছে হীরে
একটানে ফেল চিরে!
তেইশ জোয়ান ধর তো সাধুর গোড়ালি!
এক জোয়ান এত বড় বীর, রাজার মুখ তো পোড়ালি!
সন্ন্যাসী বাবা গো বাবা! প্রাণে মারিস না,
বড্ড কষ্ট, পেয়েছে তৃষ্ণা ।
এক ফোঁটা জল দে ।
দয়ালু হীরে থাকতে আমায় প্রাণে মারবে কে?
তেইশ জোয়ান হা হা হা হা!
আরেক জোয়ান তুইও শেষে দেখলি ওঁর দয়া!

সর্দার, সইবে কি এর ন্যাকামি?

সর্দার এ লোকটা তো মরেই আছে, আবার মারব আমি?

তেইশ জোয়ান এই রে, সর্দারের এই বড় দোষ!

একে ছেড়ে দিলে কিন্তু করবে আফসোস!

সর্দার তোল, একে ঘোড়ার পিঠে তোল।

তেইশ জোয়ান মাথায় ঢালি ঘোল?

সর্দার এখন সময় নয়।

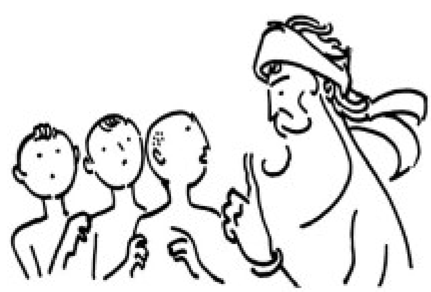
তেইশ জোয়ান সর্দার, এটা কি উচিত হয়?

সর্দার মরা লোককে মারার চেয়ে ঢের

বড় কাজটা বাকি, দরিদ্রদের

অন্নবস্ত্র কখন বা আর দিবি?

ওই চেয়ে দ্যাখ, ফরসা হচ্ছে টিবি।



৩

চাঁদের হাটে যাবার পথে থামে

তেইশ জোয়ান এ-গ্রামে ও-গ্রামে

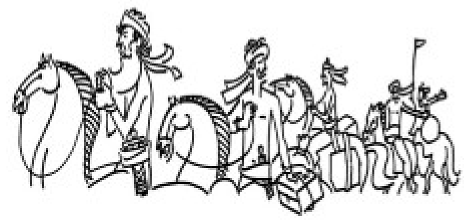
হীরু যাচ্ছে সবার আগে আগে

ঘুমন্ত সব কুঁড়েঘরের সামনে ভাগে ভাগে

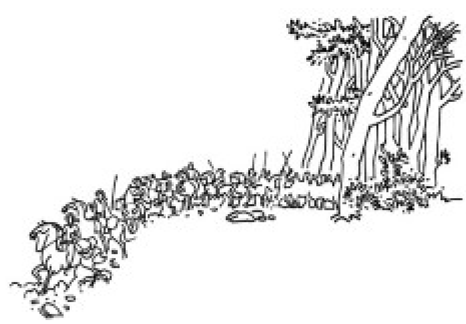
রেখে দিচ্ছে চাল ডাল আর জামা--

এমন সময় হঠাৎ দামামা

বেজে উঠল দূরে চতুর্দিকে ।
সর্দারের চোখ জ্বলে উঠল হিংস্র এক ঝিলিকে ।
সূর্য ওঠার তখনো কিছু বাকি
তবুও আঁধার গাছে হাজার পাখি
জেগে উঠল, ডেকে উঠল ভয়ে ।
বনের আড়াল দিয়ে কারা আসছে শয়ে-শয়ে--
অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত, গোরা ও গোর্খা পুলিস!
হীরু   হাত তুলতে বললে দু-হাত তুলিস ।
দমকা হাওয়ার মতন দৌড়ে, বলল দলের লোককে
সাধুর বেশে ফাঁকি দেব শয়তানদের চোখকে
পথে পড়বে বুড়ো শিবের মন্দির,
সেখান দিয়েই নিয়ে যাবে করে তোদের বন্দী
এই পাঁচু, তুই দৌড়ে যা
সময় বুঝে ফাঁস লাগা
মন্দিরের সেই সুড়ঙ্গে শিস দে
না পারিস তো এই নে বিষ নে ।
পাঁচু   ক'জন এরা জানি না ঠিক মতো
সুড়ঙ্গে ফাঁস আছে তো শত শত?
হীরু   তিনশোটা ফাঁস আছে ।
পথের পাশে সমস্ত গাছে গাছে
ঘাপটি মেরে লোক থাকা চাই দুহাতে ফাঁস নিয়ে,
লোক ডাকবি সুড়ঙ্গে শিস দিয়ে ।



পাঁচু শিস দিলেই কি আসবে একশো লোক?
হীরু বুদ্ধুটাকে বোঝাই কাঁহাতক?
সুড়ঙ্গে শিস দিলেই ইসমাইল
বাছা বাছা ফাঁসুড়েতে ভরবে বিশ মাইল ।
মনে রাখিস, মন্দিরের ঠিক দক্ষিণেই!
সেখানে কোনো রক্ষী নেই ।
চটপট কর, ওই বিলে ডুব দে--
বিল পেরিয়ে--, মাঠ পেরিয়ে-- কে?
হিঁচড়ে এনে বন্দীটাকে, হাতের বাঁধন খোলা!
একজন ডাকাত পুলিস দেখে ফরফরাচ্ছে শয়তান আরশোলা!
সর্দার! বাঁধন খুলছে, পালাচ্ছে বদমাস!
সর্দার গেরুয়া, জটা খোলার আগে খুলে নিই হাড়মাস!
সাধুর ঘাড়ে চালায় তরোয়াল
ধড়ের থেকে পড়ল মাথা-- ভাদ্রমাসের তাল!



গেরুয়া, জটা পরে হীরু সাজল গুপ্তচর

গায়ে-মুখে ধুলো মাখল, দলের লোকে বাঁধল জব্বর ।
আলো ফুটছে, সেপাই সান্ত্রী এগিয়ে আসছে কাছে
দামামা যারা বাজিয়েছিল তাদের দেখা যাচ্ছে দূরের গাছে ।
একজন ডাকাত   সর্দার, শেষ অব্দি তো এ কৌশলে হারতে পারি!
        তার চেয়ে আজ মরার আগে শত্রু মারি!
সর্দার   জানি রে জানি, নকল ধরা দিতেও লজ্জা লাগে ।
সর্দারের ঠোঁট কেঁপে উঠল ঘৃণায় এবং রাগে ।
গাছের আড়াল দিয়ে আরো ঘনিয়ে এল ওরা
সর্দার   সময় নেই আর! যা বলেছি, বুঝেছিস তো তোরা?
এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, মাথায় টুপি, বাগানো বন্দুক ।
দেখে তো সেই তিনটি ছেলের প্রাণ করে ধুকপুক ।
আড়াল ছেড়ে লম্ফ দিয়ে হীরুর দলকে যেই না ফেলল ঘিরে,
নকল স্বরে চেঁচিয়ে উঠল হীরে
        গুলি করুন, গুলি করুন, গুলি করুন হুজুর!
        দেখুন কেমন বেঁধে রেখেছে, ভয়েই ছিলাম জুজু ।
        এক গুলিতে উড়িয়ে দেন প্রাণডা
        দলের মধ্যে আছে দলের পাণ্ডা ।
দারোগা   হ্যাণ্ডস আপ, হাত তোলো, নড়লেই গুলি!
হীরে   হুঁ   হুঁ বাবা, নড়লেই উড়ে যাবে খুলি!
বাইশটি ডাকাত
মাথায় তুলল হাত ।
দারোগা   অস্ত্রেশস্ত্রে কাজ কী বাপু, কাজ কী ঘোড়ার আর!
        ওই ঘোড়াটা কার? পিঠে কে ছিল সওয়ার?
        দুহাত তুলে সারিবদ্ধ দাঁড়া!
        ফেল, ছুঁড়ে ফেল বন্দুক আর খাঁড়া ।
হীরে   হীরের দলকে বিশ্বেস নেই, ছুঁড়ুন হুজুর গুলি!

দারোগা   ধন্য তোমার সাহস, আহা বেতন তো মামুলি!

বলতে পারো, ওই ঘোড়াটার পিঠটা কেন খালি?

হীরে   ডাকাতরা রোজ পুজো করে ওদের মহাকালী--

পুজোর বলি ছেলাম আমি ওই ঘোড়াটায় বাঁধা ।

দারোগা   ডাকাতদের এই পুজো একটা ধাঁধা!

কিন্তু, ওই ছেলে তিনটে কে?

ছেলেরা মনে মনে   এই রে সেরেছে!



হীরে   এরাও পুজোর বলি ।

হুজুর, প্রভু, সাহস দেন তো বলি--

হুজুর মা-বাপ, এই অধমের বাড়ান একটু বেতন ।

দারোগা   হো যায়েগা । দাঁড়াও আগে ওড়াই বিজয়কেতন ।

একদল সেপাইকে   সেপাই, ইহার বাঁধন খুলে দাও

কুড়াও অস্ত্র যেখানে যত পাও ।

সামনে সেপাই, পেছনে সেপাই, মধ্যে ডাকাতদল

কেউ বাজাচ্ছে শিঙা, আবার কেউ বাজায় মাদল ।

হীরু হাঁটছে দারোগার বাঁ পাশে

মাটিতে চোখ, কান দুটি আকাশে ।

দারোগা খুব খুশি

চলতে চলতে হঠাৎ জোরে হাওয়ায় মারছে ঘুষি ।

দারোগা পুরো একটা টাকা বৃদ্ধির করব সুপারিশ!

হীরুর দুকান খাড়া হল, হাওয়ায় শুনল শিস!

হীরু হেঁ হেঁ আজ্ঞে, আপনি মা-বাপ, আপনি রাজা!

বাজা বাজা, ওরে জোরসে বাজা!

দারোগা বাইশজনের কোনটা যে ঠিক পাণ্ডা!

হীরু খেলেই দু-ঘা ডাণ্ডা

কবুল করতে পথ পাবে না বাপধন!

হীরু যদি বেজি, তবে আপনিও কি সাপ নন!

দূরের থেকে মন্দিরটার চুড়ো দেখে, থেমে

দেখুন উত্তেজনায় উঠছি ঘেমে--

হুজুর, একটা গোপন কথা, খুবই গোপন

ঘোড়ার পিঠে বাঁধা আছে সোনা ক'মণ!

গাধাগুলো এগিয়ে যাক, আপনি একা--

হেঁ হেঁ আজ্ঞে, বড়ই মধুর সোনার ছ্যাঁকা ।

কথাগুলো বুঝলেন তো?

চোরের ওপর-- বুঝলেন তো?

দারোগা সত্যি নাকি? কী কাণ্ড অ্যাঁ! সোনার বোঝা?

হীরু হীরু যদি সেয়ানা ভূত, আপনি ওঝা!

ওস্তাদের মার বাটপাড়িতে, ঠিক কি-না ভুল?

দারোগা রাত-বিরেতে ডাকাত ধরা, চ' তবে আজ করি উশুল

সেপাইদের আগে বাঢ়ো আগে বাঢ়ো, লেফট রাইট

লেফট রাইট লেফট রাইট লেফট রাইট!

হীরুকে তোলা ভরি না, সের পোয়া না, পুরো এক মণ?

হীরু   এক মণ তো বটেই, মাপলে ঠিক মতন--

দারোগা   বলিস কী রে!

হীরু   শুধু   কি তাই, সঙ্গে হীরে!

দারোগা   বেচারা হীরু! গারদে পচবে সোনার শোকে!

দু-মণ হলে পুরো দু-সের দেব তোকে ।

ঘোড়ার পিঠে বস্তা বাঁধা

জয় মা কালী, জয় মা রাধা!

জয় মা কালী । জয় মা মেরি

বাদশা বনতে আর কী দেরি!

কল্পনাতেই চোখ ধাঁধাচ্ছে সোনা পান্না হীরে ।

হঠাৎ পেছন ফিরে



হীরু দেখল সেপাইরা সব এখন অনেক দূর!

হীরু   হুজুর!

শক্ত হাতে বাগিয়ে তার দোনলা বন্দুক

জিভে আওয়াজ করল চুকচুক

হীরু   ধরাকে জ্ঞান করিস বুঝি সরা!

দারোগা   এ কী, এ কী! এ কেমন মস্করা!

হীরু   হীরুর কিন্তু নিশানা নিখুঁত!

এবার তোকে বাঁচায় কে রে, ব্রিটিশরাজের পুত!

যেই দারোগা বন্দুকে হাত ছোঁয়ায়

এক গুলিতে দোনলা তার উড়িয়ে হীরু ফেলল পথের খোয়ায়!

হীরু জয় মা কালী, হরিবোল!

মাথার ওপর দু-হাত তোল!

দারোগা হীরু-ডাকাত?

ছলচাতুরি করেই ভাবিস করবি বাজিমাৎ।

একটু আগেই কী বলছিলি?

সোনা দেখেই হীরু হলি?

তের টাকার মাইনে করা চাকর!

হীরু হাঁ কর--

হুকুম দিচ্ছে হীরে।

একটানে তোর জিভটা ফেলব ছিঁড়ে!

দারোগা মিথ্যে ভয় দেখাস কাকে মূর্খ!

বড়সাহেব দেবেন তোকে হুড়কো!

নামা বলছি, নামা ওই বন্দুক!

গুপ্তচরের বেয়াদবি! হুইশিলে দিই ফুঁ!

হীরু ডাকাত! এতই ভীরু হীরু ডাকাত!

হীরু সাবধান! নামালেই হাত--

বন্দুকের শুধু একটু ঝাঁকি,

উড়ে যাবে তোর প্রাণপাখি।

দারোগা থাম, থাম। আরে শোন, তোর বেইমানি

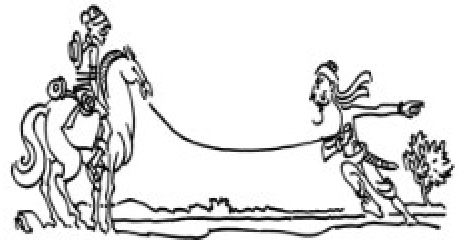
হবে না কোথাও জানাজানি।

বখরা পাবি আধা-আধি

আয় দু-ভাগে বস্তা বাঁধি।

হীরু ভাবিস বুঝি দুনিয়াটাই দারোগার?

দাসের চামড়া ছাড়া হয় না কারো গা?
ইংরেজের দাস, আমি হীরে!
দারোগা পেতাম যদি বন্দুকটা ফিরে
হীরেগিরি ছুটিয়ে দিতাম তোর আজ
তের টাকার গোলা পায়রা, হলি কিনা শিকরে বাজ!
হীরু এবার খুলল গুপ্তচরের জটা বস্ত্র ।
হীরু এই নে রে তোর অস্ত্র
সতর্ক পায় কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিল বন্দুক ।
সত্যি হীরে! দারোগার তো লাগল বুকে ধুকপুক!
তাক করতে গেলেই যদি-- ও বাবা না থাক!
কথার ছলে ভুলিয়ে দেখা যাক ।
সামলে নিয়ে দারোগা খুব চেঁচিয়ে উঠল জোরে
সূর্য অস্ত যায় নাকি রোজ ভোরে?
ছদ্মবেশী, ধূর্ত শেয়াল, ভণ্ড!
আমি না তুই-- বল আজ কে পাষণ্ড?
সাহস থাকলে তখনই তো লড়তিস
দেখে নিতাম, কী করে এখন এমন বড়াই করতিস!
তখন কত কাঁদুনি
কথার সে কী বাঁধুনি!
কথার ফাঁকে চোখ রেখেছে তীক্ষ্ণ
গুলি করার ফাঁক যদি পায় কখনো!
হীরু শঠের সঙ্গে করেছি শঠতা!
ঘুচিয়ে দিই কথা?



আমার সঙ্গে খেলতে এলি শখের কানামাছি!
হাতের কাছে হীরে পেয়েও বন্দুকের মাছি
করলি না ঠিক?
ধিক দারোগা, ধিক!
বলতে বলতে লাফিয়ে এসে দারোগাকে মারল থাপ্পড়
চড়, ঘোড়ায় চড়!
দু-চোখ বেঁধে বসিয়ে ঘোড়ার পিঠে
ঘোড়ার সঙ্গে দারোগাকে বাঁধল শক্ত গিঁটে ।
লুটের জিনিস যেমন ছিল রইল বাঁধা পেছনে ।
দারোগাবাবুর কান্না তখন কে শোনে!
দারোগা ছেড়ে দে বাপ, ছেড়ে দে বাবা হীরে!
অনেক দূরে ময়ূরাক্ষী তীরে
তিনটে বউ, দশটা ছেলেমেয়ে
বসে আছে আমারই পথ চেয়ে ।
পায়ে পড়ি, তোমার পায়ে ধরি
চোদ্দ পেটের জ্বালায় চাকরি করি ।
এবার ক্ষমা দাও--
হীরু ঘোড়া থেকে নামার চেষ্টা করলে এক পাও--
দারোগা হাত-পা বাঁধা, আধমরা,
এরপরেও নড়াচড়া!
পাঠাচ্ছ কি আমায় ফাঁসিকাঠে?

হীরু	আপাতত যাবি চাঁদের হাটে।

দারোগা	চাঁদের হাট! সেই যে তোমার ডেরা?

এমন সময় দৌড়ে এল রাখালবালকেরা।

তিন	ছেলে সর্দার, সর্দার, শোনো!

কত অব্দি গুণতে পারো গোনো।
তিন কুড়ি সাত কত?
এক শত, না দুই শত?
তিন কুড়ি সাত সেপাই
দেখে যায় না চেনাই
গলায় বাঁধা দড়ি
খাচ্ছে গড়াগড়ি
হাহা হিহি হোহো
তিন কুড়ি সাত কত?



হীরু	খুব করেছিস রঙ্গ!

তিন	ছেলে ভরেছে সুড়ঙ্গ

তিন কুড়ি সাত সেপাই
চল গিয়ে ফের খ্যাপাই ।
আরে আরে আরে
এ যে দারোগারে!
সবসে বড়া সেপাই
খুলেছে খুব চেকনাই!
পা ধা নি সা ধা নি
টিকি থাকলে টানি!

৪

মাথার ওপর নিভছে আকাশ, পড়ন্ত রোদ্দুর
তিনটি ছেলে ভাবছে কেবল আর কতটা দূর!
হীরুর মুখে অদ্ভুত এক হাসি
ঝুলির থেকে বার করেছে বাঁশি ।
হঠাৎ দূরে নদীর বুকে-- ও বজরা কার?
ডাকাতদলের হাত নিশপিশ-- কোন জমিদার
সোনাদানা খাবারদাবার যাচ্ছে নিয়ে?
কয়েকজন ডাকাত চল দিই গে ব্যাটার সঙ্গে যমের বিয়ে ।
আরেকজন ডাকাত নির্ঘাত এ রসুলপুরের!
হীরু ডাকাত কাঁদছে তখন বাঁশির সুরে ।
সূর্য ডুবল, ফুটেছে শুকতারা ।
পাঁচটি ঘোড়া জলে নামল, জল খেয়েছে, দিয়েছে মুখ নাড়া,
এমন সময় জ্বলে উঠল ডাকাতদলের মশাল ।
কবে এসব ঘটছে জানো? সেটা উনিশশো সাল ।
একজন ডাকাত সর্দার, চাঁদের হাট তো এসেই গেল, এই তো এটা কাকদ্বীপ!
আরেকজন ডাকাত এবার তবে বজরাটাকে সবাই মিলে হাঁক দিই?

বাঁশি গেল ঝুলির তলায়

মেঘ ডেকেছে হীরুর গলায়

হীরু কে যায়? বজরা রোখো ।

দু-তিনজন ডাকাত সর্দার, রসুলপুরের জোঁক ও!

হীরু বজরা ভিড়াও!

হুকুম দিচ্ছে হীরু ডাকাতের দল!

ডাকাতদল সঙ্গে আছে হীরাও!

হীরু বজরা ভিড়াও!

নইলে রাঙা হবে নদীর জল!

একজন ডাকাত রসুলপুরের চাষির ঘরের সামান্য গুড়চিড়াও

খাজনা বলে কেড়ে নিয়েছে, মেরেছে চাবুক!

আরেকজন গুলি ছুঁড়ি? বজরা ডোবাই, জলে নাবুক--

হীরু এ কাজটা তো সোজা--

আরেকজন ডাকাত শোধ নিতে দাও, আমিই ছিলাম রসুলপুরের প্রজা

হীরু বজরা ডুবলে সবই যাবে

গ্রামের লোক কি খাবিই খাবে?

ছিপ নৌকোয় করব ওকে ঘেরাও!

দশ গুনছি, বাঁচতে চাও তো আগেই বজরা ভেড়াও ।

একজন ডাকাত সর্দার, ওই দেখুন, ওই পালাচ্ছে রাক্ষস!

আরেকজন উঃ এ যে কী নিদারুণ আফসোস!

হীরু এতই সোজা?

আমি কি অন্ধ? আমার কি চোখ বোজা?



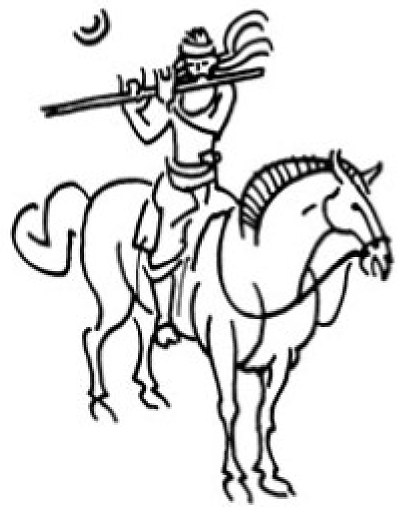
পাঁচটি ঘোড়া ছুটল অন্ধকারে
সেই যেখানে লুকোনো সারে সারে
হীরুর নৌকো রয়েছে নদীর খাঁড়িতে ।
হীরুর চোখে আগুন, বাঁ হাত বোলাচ্ছে তার দাড়িতে ।
হীরু   গুলি করে ফুটো কর পাল
          গুলি করে বজরার হাল
          টুকরো টুকরো করে দে--
বলেই গুলি ছুঁড়ল স্বয়ং হীরে ।
জ্বলছে মশাল, উঠছে হাঁক,
প্রাণ গেল রে, গেল বেবাক
মাঝনদীতে অন্ধকারে উঠল রোল কান্নার
তিন   ছেলে   আর না, হীরু, আর না ।
বজরা ঘিরে ছিপ নৌকো জুটল ঝাঁকে ঝাঁকে--
চাঁদের হাটটা কেমন চলো দেখে আসি এই ফাঁকে ।
চাঁদের হাটের   আমাদের এই গ্রামের নামটি চাঁদের হাট ।
বাসিন্দারা   চাঁদের হাটের হীরু ডাকাত ভয়ঙ্কর,
          দিনের বেলা বাঁশি বাজান, বয়েস ষাট,

রাতের বেলা মন্দলোকের আতঙ্ক ।
আমাদের এই গ্রামে কোনো শেয়াল নেই,
দুইটি বাড়ির মধ্যে কোনো দেয়াল নেই ।
সব বাড়িতেই ঘরের সামনে মস্ত উঠান,
সেইখানে বউ কাপড় মেলেন, ভাতও ফুটান ।
গ্রামের তেঁতুল শশার কথা জানে সবাই
ফুলও প্রচুর, তিন রকমের শুধু জবা-ই ।
জবাবনের ধারে থাকেন হীরু ডাকাত--
জবাবনই ঘরের দেয়াল, আকাশটা ছাত!



হীরু ডাকাতের সাদা চুল আর সাদা দাড়ি ।
গ্রামে গ্রামে হীরু ঘোরেন বাড়ি বাড়ি ।
কার কী অভাব, কার কী দুঃখ,
কার শাড়ি নেই, বা চুল রুক্ষ,
কিংবা কে আজ দু-দিন ধরে কষ্ট পাচ্ছে,
চাল নেই তাই গাছের পাতা সিদ্ধ খাচ্ছে--
সবই দেখেন, সবই শোনেন, সব মানুষের দুঃখ গোনেন,
তারপরে যেই বাঁশি বাজান আপন মনে--
ঠিক মনে হয় কাঁদছে হীরু, কাঁদছে প্রবল ।
ঠিক মনে হয় বাঁশিটি তার চোখেরই জল ।
ঠিক মনে হয় হাওয়া কাঁদছে, কাঁদছে মাটি ।
সন্ধে হলেই হীরু দেবেন ঢাকে কাঠি ।
আমাদের এই গ্রামের নামটি চাঁদের হাট ।
এই গ্রামেরই বেত থেকে হয় ছাতার বাঁট ।
এখানকার এই হীরু ডাকাত বিখ্যাত,
রাতে ডাকাত, দিনে করেন ভিক্ষা তো ।
ভোরের বেলা ফেরেন যখন জবা বনে
লুটের অন্ন রেখে আসেন দুঃখীলোকের হিম উঠোনে ।
হীরু কী খান?
ভিক্ষা যা পান ।

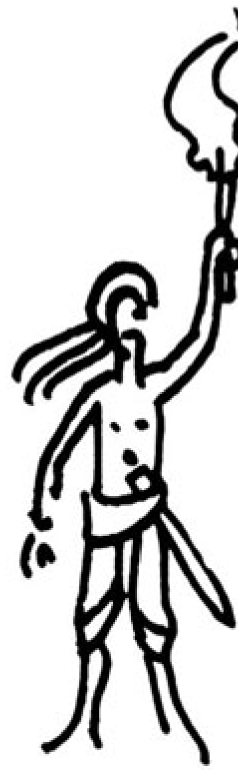
দ্বিতীয় অভিযান



১

শ্রাবণ মাসের রাত ।
আকাশ ভেঙে নেমেছে আজ ভীষণ জলপ্রপাত ।
এক হাত দূরের গাছপালাও দেখা যায় না মোটে,
বৃষ্টি ছাড়া শব্দ নেই আর, পথ ভাসিয়ে বৃষ্টির জল ছোটে ।
বৃষ্টিতে আর অন্ধকারে দারুণ হুলুস্থুলু ।
তারই মধ্যে হঠাৎ যেন উলু-
ধ্বনি শোনা গেল দূরের গ্রামে ।
এসব যখন ঘটছে তখন সবাই কাঁপে হীরু ডাকাতের নামে ।
বৃষ্টি হচ্ছে সকাল থেকে--
অনেক গাছই গেছে বেঁকে ।
বৃষ্টি চাবুক মারছে সপাৎ সপাৎ ।
বাজ পড়বে বলে আকাশ জ্বলে উঠল হঠাৎ ।
দেখা গেল ষোলোটি লোক-- সবাই রণ-পা চড়ে
হনহনিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বাঁকুড়া আর বর্ধমানের মোড়ে ।
যেন তাদের খুবই তাড়া-- চলেছে তাড়াতাড়ি--
বাঁ-হাতি পথ সোজা গিয়েছে দুর্গাপদ চৌধুরীর বাড়ি ।
চলতে চলতে একজনের কান খাড়া--
যেদিক থেকে উলু এসেছে সেদিককারই পাড়ায়
উঠল যেন কান্না!
একজন লোক   দেখুন, দেখুন, দৌড়ে আসছে নিলু বিলু আর পান্না!
দ্বিতীয় বার বিদ্যুৎ চমকালো
ঝলসে উঠল চোখ ধাঁধানো আলো ।
আরেকজন লোক   ঠিক দেখেছিস? আমাদেরই তিন ছেলে?
প্রথম লোক   বলতে পারি যে কোনো বাজি ফেলে--
দ্বিতীয় লোক   আহ! কথায় কথায় বাজি--

আরেকজন লোক   হাঁ   জী,
        আমারও যেন তেমনি মনে হল ।



দ্বিতীয় লোক   ত্রিপল-বাঁধা একটা মশাল খোলো,
        কেরোসিনে ভিজিয়ে জ্বালো মশাল!
এসব যখন ঘটছে তখন ঠিক উনিশশো ছ'সাল ।
অন্ধকারে দৌড়ে এল তিনটি ভেজা ছেলে
ষোলোটি লোক দেখল তাদের মুখে মশাল ফেলে ।
লোকেরা   কোথায় তোরা ছিলি?
দ্বিতীয় লোক   এমন রাতে কোথায় গিয়েছিলি?
ছেলেরা দ্বিতীয় লোককে   সর্দার শোনো, সময় নেই আর
        বরের বাবা আস্ত চামার
        বিয়ের পিঁড়ি থেকে বরকে

তুলে, কাঁদায় বিয়ের ঘরকে।
সর্দার চলো, পায়ে পড়ি-
কনের মা যায় গড়াগড়ি!

সর্দার কাদের বাড়ি? গাঁয়ের কী নাম?

একজন ছেলে মেয়ের বাবা বুড়ো ছিদাম--

আরেকজন ছেলে ঘোড়ামারির ছিদাম দাস।

সর্দার তোরা কি কাটছিলি ঘাস?

ছেলেরা বরযাত্রী ষাট জন
সঙ্গে লেঠেল আট জন।
আমরা ওদের সঙ্গে পারি?

সর্দার দলের সবাইকে চ' তবে আজ শেয়াল মারি--
পরে যাবো বাঘের গুহায়।

লোকেরা হুঁ-হুঁ-- হাঁ-হাঁ--

সর্দার শেয়ালটা কে? চিনিস নাকি?

ছেলেরা শুনছিলাম তো বাড়ি টাকী।

সর্দার অ্যাদ্দুরে সে এসছে বিয়ে দিতে?

ছেলেরা কনে আমাদের মিতে
কনে তো না, পরী, তবু এ-বিয়ে হবে না?
কনের বাপ বরের বাপের ধরে রয়েছে পা।

সর্দার বুড়ো শ্যালটা কী চায়?

একজন ছেলে ছ-ভরি সোনা পায় নি বলে বাপরে কী দাঁত খিঁচায়!

সর্দার লোকটা কে রে?

দলের লোককে লেঠেল নিয়ে ঘোরে ফেরে
চিনিস না কি কেউ?

একজন লোক মনে হচ্ছে, ব্যাটা টাকীর মহাজনের ফেউ।

রণ-পা পরা দলের সঙ্গে ছুটে চলেছে নিলু বিলু আর পান্না

এবার আরো স্পষ্ট হচ্ছে আস্ফালন আর কান্না

সর্দার দাঁড়া

বল্লম আর খাঁড়া

সঙ্গে যেমন বাঁধা আছে থাকুক

কয়েকজন যাক লুকিয়ে রেখে আসুক

রণ-পা এবং মশাল ।

এসব যখন ঘটছে তখন ঠিক উনিশশো ছ’ সাল ।

রণ-পা আর মশাল তারা বেঁধে রাখল বনে ।

সর্দার কই গো? কোথায় কনে!

এলাম কনের মাসির গাঁয়ের লোক--

ছিদামের বৃদ্ধ পড়শী আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক ।

বাজ পড়েছে যেন বাড়ির ছাতে!

বরের বাবা ভুরু কোঁচকায়-- অতিথি এমন রাতে!

তিনটি ছেলে কান্নাকাটি হট্টগোল

সব এবারে শিকেয় তোল

বরের বাপকে সামনে তোমার হী--

সর্দার চোপ! ছি-ছি-ছি-ছি!

মুখুয তোরা, কারা তোদের বাপ?

দেখছিস না বাড়িতে শোক-তাপ!

বাড়ির লোকের উদ্দেশে অঘটন কি ঘটল কিছু? কেন চুপচাপ সব?

বিয়ে বাড়ি-- তবুও কেন দেখাচ্ছে ঠিক বিয়ে বাড়ির শব?

বরের বাবা মশায়ের নাম?

সর্দার এজ্ঞে, কালোজাম ।

বরের বাবা আমাকে কি রঙ-তামাসার পাত্র পেলেন?

সর্দার কী যে বলেন! হঠাৎ যখন রেগেই গেলেন--

মাপ করে দিন নিজ গুণে

বরের বাবা ভদ্রতা থাক-- ধন্য হব নামটা শুনে ।

সর্দার এই না বললাম--

নামটি কালোজাম!

আপনিই কি বরের বাবা?

বরের বাবা এ লোকটা তো আচ্ছা হাবা--



দেখছেন না সোনার বোতাম, কানে দামী আতর?

বরের বাবার পায়ের কাছে কনের বাবা পাথর ।

সর্দার পেন্নাম বাবু, পেন্নাম ।

সাত সহস্র পেন্নাম!

বরের বাবা ছিদাম তোমার কে হয়?

সর্দার যদি দেন গো অভয়--

বরের বাবা বলেই ফেলো, সত্য বলা হোক--

সর্দার আজ্ঞে, আমরা ওনার নিজের শালীর গাঁয়ের লোক ।

কনের মাসির বড্ড ইচ্ছে মনে

মনের মতন সাজিয়ে দেবেন কনে ।

নিজের তো তাঁর ছেলে-মেয়ে নেই

বোনের মেয়েকেই

নিজের মেয়ে মনে করেন তিনি ।

মেয়ের জন্য রেখেছেন পাঁচগিনি--

সেই সঙ্গে বাউটি, বালা আর

একটা বিছে হার ।

বরেের বাবা   কোথায়, সে সব কোথায়?

সর্দার   চিংড়িপোতায় ।

বরের বাবা   ষাঁড়ের মতো গণ্ডা চারেক লোক পাঠাল রাতে

তোমাদেরই হাতে

গয়না-গিনি পাঠাতে কী দোষ ছিল?

সর্দার   দোষের কথা বলেন যদি

গ্রাম হয়েছে গঙ্গানদী

সাতটা গরু বারোটা মোষ ছিল

দড়ি ছিঁড়ে পাঁচটা পগার পার--

এর পরে ঘর ছেড়ে আসা সাধ্য বিধবার?

বরের বাবা   আহা-- তিনি কেন?

তোমরা হেন

পড়শী থাকতে-- এলেই যখন অ্যাদ্দুর--

সর্দার   হুজুর, আমরা দিনমজুর



গাঁয়েতে কাজ নেই

কাজের খবরেই

বৃষ্টি মাথায় করে আমরা যাচ্ছি সোনাইবিঘি
সোনাইবিঘির রাজা নাকি রানীর নামে কাটাচ্ছেন এক দীঘি ।
সোনাইবিঘি শুনেই এনার শালী--

বরের বাবা কী নাম এনার শালীর?

সর্দার আজ্ঞে, নেত্যকালী ।
তা, বললেন কী, আজ বোনঝির বিয়ে
ইচ্ছে তো হয় সাজাই নিজে গিয়ে
সোনাইবিঘির কাছেই বোনের বাড়ি
কতদিন যে আগলে আছি বিয়ের গয়না শাড়ি ।
তোমরা বাবা যাচ্ছ তো ওইদিকেই
আমার বোনঝিটিকে
বোলো মাসির আসা তো হয় না
দিলাম তাকে এই ক'টা গয়না ।
গেঁজের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যেও গো সাবধানে--

বরের বাবা লম্ভ দিয়ে দাঁড়াল মাঝখানে!

বরের বাবা তাই বলো ভাই, স্পষ্ট দেখছি পাঁচটা গিনির ছটা!

সর্দার পাগল হলেন? ঘাড়ে আমার মুণ্ডু আছে ক'টা?
ন-ক্রোশ রাস্তা গয়না বইব! ভেবেই আমার বেরচ্ছে কালঘাম!
মশায়, আপনি শোনেননি কি হীরু ডাকাতের নাম?

ষোলোজন লোক শ্রাবণ মাসের রাতে
মরব নাকি হীরু ডাকাতের হাতে?

বরের বাবা হীরু ডাকাত? হুঁ!
ষোলোটা জোর ফুঁ
দিলেই ডাকাত কাৎ!
তাছাড়া এই ঝড়বৃষ্টির রাত--
ডাকাতও তো মানুষ, নাকি?

ছিদামের পড়শী   বাবা, এখনো বিয়েটা বাকি ।

সর্দার   বরের বাবাকে কী জানি বাবু, শুনি তো ওদের শীতগ্রীষ্ম নেই ।

বরের বাবা   ওসব গুজব । তাছাড়া ওর অত শিষ্য নেই ।



সর্দার সে যাক বাবু, সামান্য লোক, ওসব বড় ব্যাপার--

ছিদামের পড়শী আহা, সবাই ভিজে এয়েছেন, কোথায় পাই ষোলোখানা র্যাপার?

সর্দার ব্যস্ত হয়ে লাভ কী, বরং শুভস্য শীঘ্রম--

ষোলজন ডান হাতের কাজ হোক গরমাগ্রম!

বরের বাবা কিন্তু কিছুই ঠিক হল না

সর্দার দলের লোককে যাও না, কনের পিঁড়ি তোলো না--

কই হে, বরবাবাজী কই?

বরের বাবা আমায় তুমি মাচায় তুলে কেড়ে নিয়েছ মই ।

সর্দার কোথায় গেলে বরবাবাজী?

বর এই বিয়েতে বাবা রাজি?

বরের বাবা ছ'ভরি সোনা এখনো পেলাম কই?

সর্দার পাঁচ গিনি আর বাউটি, বালা পাবেন নিশ্চয়ই ।

বরের বাবা সঙ্গে বিছে হার?

সর্দার তাও পাবেন । চলুন এবার করুন কিছু আহার--

তাড়াতাড়ি বিয়েটা হোক

বিয়ে বাড়িতে অভুক্ত লোক--

বরের বাবা শাড়িটা কি--

সর্দার সবই আমরা পৌঁছে দেব টাকী ।

বরের বাবা কিন্তু সেটার নিশ্চয়তা কী?

সর্দার মাসির বড় আদরের ধন মাসির বোনঝিটি

মাসি তাকে দেবেনই গয়না ।

বরের বাবা না না, সে হয় না । এ বিয়ে আমি কিছুতে দেব না ।

সর্দার মানুষ কি গো ভিখিরি সোনা-হীরের?

ভেবে দেখুন ফিরে--

এখনো আছে লগ্ন ।

কনের বাবা হতেন যদি, থাকতেন কি এমন জেদে মগ্ন?

বরের বাবা   অসম্ভব এ, সম্ভব নয়!

সর্দার   আমার কাছে অসম্ভব নয় কিছু-- শম্ভু-মলয়!

শম্ভু ও মলয়   হুকুম দিন, মুণ্ডু নিই

শম্ভু   প্রথমে বুড়োর মুণ্ডুটি--

সর্দার   হুকুম দিচ্ছে হীরে

সবাইকে ফেল ঘিরে

বল্লম আর খাঁড়া

দু হাতে নিয়ে দাঁড়া!

বরযাত্রীর দল উঠল কেঁদে

লাঠিয়ালদের বেঁধে

উঠোনে ফেলে রাখ!

বাড়ির ভেতরের দিকে ফিরে   কোথায় গেলে মা-লক্ষ্মীরা, বাজাও দেখি শাঁখ ।

২

অর্ধেক লোক কাঁদছে এবং অর্ধেক লোক হাসছে,

ভয়ে এবং আনন্দে আজ বিয়েবাড়ি ভাসছে ।

বুড়ো বুড়ো লোকজনদের দেখতে যদি কান্না--

বরকর্তা কনেকর্তা নিলু বিলু আর পান্না ।

নিলু বিলু পান্না   বিয়েবাড়ি হইচই

মাথায় খাঁড়া, পাতে দই

দিচ্ছে উলু বাজছে শাঁখ

আমরা সবাই ভিজে কাক

হাত-পা বাঁধা লেঠেলরা সব ভিজছে উঠোনে

বরের বাবা জবুথবু, মুখেও কথা নেই ।

বাপরে বাপ! সাক্ষাৎ যম-- স্বয়ং হীরু ডাকাত!

বরের বুকও ধড়াস ধড়াস-- কাটবে তো এই রাত!

কনের মা   ছেলের বাবা ভয়েই অথর্ব

মেয়ের মাথায় কে ধানদুব্বো

দেবে গো আজ? হীরুই বরং দিক--

হীরু   না না, সেটা কি হবে ঠিক?

তাছাড়া আমি ডাকাত--

কনের মা   তা হোক বাবা, মেয়ের মাথায় রাখো তোমার হাত--



তুমিই কন্যা করবে সম্প্রদান ।
নইলে মেয়ের হবে যে অকল্যাণ ।
যত্ন-আত্তি হয়নি কিছুই, নিয়ো না অপরাধ ।
হীরু বরের বাবাই করবে আশীর্বাদ ।
বরের বাবাকে যান, ওখানে যান
কনের মাথায় তুলুন দুব্বো ধান ।
ডাকাত ঘিরে বিয়ে হচ্ছে কেউ দেখেছ কখনো?
বিয়ে যখন সুসম্পন্ন, রাত্রি বাকি তখনো ।
হীরু দলের লোককে এবার একটু বাঁশি বাজাই, তারপরে চ’ ফিরি
দলের একজন কালকে রাতে শিকার তো চৌধুরী?
হীরু আহ! এখন ওসব কথা থাক!
সেই লোকটি এই মলেছি নাক ।
হীরু নিজের বাঁশিটিতে যেই দিয়েছে ফুঁ--
অসময়ে ডেকে উঠল আচমকা এক ঘুঘু ।
এক নিমেষে বাঁশি ধুতির তলায় ।
যেন-বা বাঘ গরজে উঠল ক্রু�দ্ধ হীরুর গলায়
হীরু এখানকারই কেউ
ঠিক পুলিসের ফেউ!
কে
আমার খবর দিয়েছে পুলিসকে?
ইঙ্গিতে তার ঝলসে উঠল জোড়ায় জোড়ায় বল্লম আর খাঁড়া
বরপক্ষের লোক, এ গ্রাম ছাড়ো, বর-কনে আর বরের বাবা ছাড়া!
দলের লোককে বনের পথে এদের তোরা এগিয়ে নিয়ে যা
দুজন গেছে আনতে মশাল আর যত রণ-পা--
তারাই ঘুঘুর ডাক ডাকল বনে ।
বার্তা নিয়ে সেখানে যা একজনে ।

টাকীর দলকে টাকীর পথে পাঠা ।

বরপক্ষের লোককে পালাও, নইলে এক-এক কোপে মাথা পড়বে কাটা!

ট্যাঁ-ফুঁ করলে-- খবরদার হে

থাকবে না রক্ষে!

দলের লোককে বরপক্ষের লোকরা দূরে গেলে, ছাগলচরার বনে তোরা থাকিস--

হাওয়ায় কানটা রাখিস ।

অনেক দূরে যেই যাবে বরপক্ষ,

মাঝে মাঝে ডেকে উঠবি-- তক্ষ!

লাঠিয়ালদের বাঁধন খুলে দাও,

লাঠি থাকুক উঠোনে

লাঠিয়ালদের সবাই মুখে কুটো নে ।



প্রাণের ভয়ে ডাকাতদলের সঙ্গে সবাই উধাও ।

লাঠিয়ালরাও ছাড়া পেয়ে, মুখে কাঠি, চলল সবার সাথে ।

কবে এসব ঘটছে জানো? উনিশশো ছয় সালের শ্রাবণরাতে!

ঘুঘু ডাকল ছ-বার ।

ছেলে তিনটি ভয়েই সারা, হবে তো যা হবার!

একজন ছেলে হীরু কি আজ পড়বে ধরা?

আরেকজন ভাল্লাগে না-- কী যে করা--

প্রথমজন দলের লোককে ছাড়ল কেন ও যে!

দ্বিতীয়জন খালি হাতে আসবে পুলিস হীরু ডাকাতের খোঁজে!

প্রথমজন দলের সঙ্গে পালাতে পারত!

তৃতীয়জন কনেকে কে আস্ত রাখত?

প্রথমজন যা একখানা শ্বশুর ।

রাক্ষস বা অসুর!

হীরু বরের বাবাকে বোবা কালা সেজে তুমি থাকবে চোখের সামনে

একটা কথা বলতে গেলেই-- এখনই হরির নাম নে

ধরা পড়বার আগেই মুণ্ডু নেব! খবরদার--

আমি হীরু ডাকাতসর্দার!

নিমন্ত্রিত পড়শীদের আপনাদের আর বলব বা কী, আপনারা তো নিমন্ত্রিত অতিথ ।

এই বলে সে সাজল যেন আজন্ম এক পুরোহিত ।

কনের মা-বাপ আর কনেকে শেখাল দুচার কথা,

আলতা ঢেলে ভিজিয়ে দিল কনের কাজললতা ।

নিমন্ত্রিত পড়শীরা আমরা তবে বাড়ির দিকে যাই?

ঠিক তখনই উঠল গলার আওয়াজ বাজখাঁই--

হীরু ডাকাত! রক্ষা নেই আর আজ!

নিংড়ে নেব তোর সমস্ত ঝাঁঝ ।

পালাতে গেলেই গুলি করব সোজা ।

তুমি ডাকাত-- আমি ডাকাতের ওঝা!

বাইরে এসো!

তেরো গুনব! টিকবে না আর কোনো ছদ্মবেশও!

বেরো বলছি, বেরো!

এগারো বারো তেরো!

কনের মা দারোগাবাবু, বাঁচান, বাঁচান, কী ভয়ানক রাত!

দারোগা কোথায় হীরু ডাকাত?

ব্যাটাকে বেঁধেছিস?

কনের মা ওগো আমরা পায়ে ধরে তেনাকে সেধেছি--

মেরো না বাপ, প্রাণে মেরো না,

মেয়ের বিয়ের শেষ সম্বল এভাবে কেড়ো না!

দারোগা সেপাই দিয়ে ঘিরেছি পুরো গাঁ--

ভয় নেই আর, এবার পথ দেখা--

কনের বাবা হুজুর, বাবু, আপনাদিগের ঘ্রাণ

পেয়েই ওরা দিয়েছে পিঠটান ।

দারোগা পালিয়েছে-- অ্যাঁ!

পুরোহিত হ্যাঁ, হুজুর, হ্যাঁ!

দারোগা পুরুৎ ব্যাটার টিকি কাটব আমি!

কনের মা হুজুর, এনার দোষ নিয়ো না, গরিব পুরুৎ পায় না তো �প্রণামী!

দারোগা সব কটাকে বেঁধে করব চালান!

পুরোহিত হুজুর কেন পোড়া লোককে জ্বালান?

গ্রহের ফেরে হারে রে রে ডাকাত পড়ল দেখে

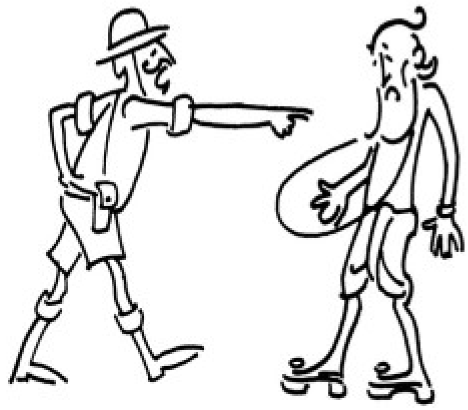
ভগবানকে মনে-প্রাণে কেঁদে বললুম ডেকে--

ঠাকুর বাঁচাও, পাঠাও দারোগাকে!

বর-কনেকে তখনো বাঁধা হয়নি যে সাত পাকে ।

ঠাকুর আমার মুখটি তুলেছেন--

তাই তো তোমায় শয্যে থেকে ডেকে তুলেছেন



দারোগা ছিল ওরা ক'জন?

একটি ছেলে দু-কুড়ি আর ন-জন ।

দারোগা তোরা কে রে? ঠিক ধরেছি-- হীরুর দলের ছেলে!

শুনেছি তিনটি খোকা--

তৃতীয় ছেলে হীরু কি আর বোকা--

দলের ছেলে দারোগাবাবুর মুখে যাবে ফেলে!

বাঘের মুখে ছাগল!

দারোগা হেসে বেশ বলেছিস-- বাঘ!

হীরু ডাকাত জানে না আমার রাগ!

ও দরজাটা বন্ধ কেন? খোলো আগল ।

বন্ধ কেন ঘর?

কনের বাবা হুজুর, ওটা বাসর, কনের সঙ্গে আছে বর ।

ডাকাত দেখে মেয়ের আমার লেগেছে দাঁতকপাটি ।

পুরোহিত উঠোনের ওই লাঠি

দেখেই বুঝুন কী ঝঞ্ঝাটাই গেল!

দারোগা নিজের চোখে দেখতে চাই হে, দরজা খুলে ফেল!

কনের বাবা মেয়ের গায়ের গয়না নিয়েও করেছে টানাটানি

কম না ।

দারোগা জানি জানি । দসুযটাকে জানি ।

আমিও কি ওর যম না!

কনের বাবা খোল মা নীরজা,

খোল দেখি দরজা ।

হুজুর, ওরা ভয়েই ফ্যাকাসে ।

দারোগা এই ঘরে কি ঢুকেছে একা সে?

পুরোহিত ঠিক ধরেছেন । এসেই টানল হার--

দারোগা আঃ! তখন এই ঘরটার দ্বার

বন্ধ করে দিলে না কেন কেউ?

কনের বাবা তাহলে হুজুর, ঘরে বইত লাল রক্তের ঢেউ ।

পুরোহিত তবু তো বুদ্ধি করে

বিয়ের কনে ছুঁড়ল গায়ের জোরে

হাতের কাজললতা--

এক মুহূর্ত হীরু ডাকাতের বন্ধ ছিল কথা!

মেয়েও ভারি শক্ত,

এই দেখুন না কাজললতায় লেগে রয়েছে রক্ত ।

বরের বাবা আওয়াজ করছে গোঁ-গোঁ--

দারোগা এ লোকটা কে? তখন থেকে গোঁ গোঁ

করছে-- যা ভাগ, পালা!

পুরোহিত আজ্ঞে কনের মেসোমশাই-- বোবা এবং কালা!

হুজুর, এবার অনুমতি করুন--

বিঘৎ-দুয়েক সরুন ।

যা একখানা ফাঁড়া গেল, মন খচখচ করে--

বরকন্যের ঘরে

শান্তিজল ছেটাই--



দারোগা ইচ্ছে করে আচ্ছা করে পেটাই
পুরুৎ বুড়োটাকে--
হাতে পেয়েও হাতকড়াতে দলের মুড়োটাকে
পেলাম না, উঃ, এ যে কী আফসোস!
পুরোহিত হুজুর, হীরু ডাকাত তো না, আস্ত রাক্ষস!
দেখেই করেছিলাম দু চোখ বন্ধ!
দারোগা ছুঁচো মেরে করব না হাত গন্ধ,
নইলে তোমার হীরুর গুণগান--
কনের বাবা আসুন, আজ্ঞে, একটু তামাক খান ।
ছিদামের পড়শী কাজের বাড়ি-- মিষ্টিমুখ করুন একটু আজ্ঞে ।
সময় বুঝে এসেছিলেন ভাগ্যে!
পুরোহিত হেঁ হেঁ এজ্ঞে, দারোগাবাবুর দয়ায় ভালোয় ভালোয়
কাটল রাতের কালো ।
তোমার মেয়ের বিয়েটা শেষ হল--
পাঁচ জনকে বোলো ।
পুরুৎ মশাই হলেন কৃতাঞ্জলি

দারোগাকে হুজুর যদি অভয় দেন তো বলি--

এত বড় বিপদ গেল-- বরের বাড়ি গিয়ে

ইচ্ছে আছে শোধন করে আসব ওদের তিল-তুলসী দিয়ে ।

ভোর হতে আর কতটুকু বাকি--

এখুনি তো রওনা হব টাকী,

একটা শুধু ভয়

পথে যদি হঠাৎ বিপদ হয়--

হীরু ডাকাত যদি কোথাও ঘাপটি মেরে থাকে!

হুজুর, অনুনয় করছি দেশের দারোগাকে--

দারোগা পাগল নাকি!

ছাগলটা কি

প্রাণেরও ভয় করে না?

দারোগা দেখেও ঘাপটি মারবে-- প্রাণে কি পুলক ধরে না?

পুরোহিত দারোগা সে দেখেনি, শুধু শুনেছে--

দারোগা তাতেই প্রমাদ গুনেছে!

পুরোহিত হুজুর আপনি সাহসী বীর, আমরা ভীরু

আবার যদি সামনে এসে দাঁড়ায় হীরু--

দারোগা ঠিক আছে, বেশ, সঙ্গে চলো-- যাব থানায়--

পুরোহিত পথে পড়বে ছাগলচরার ডোবা-খানা--

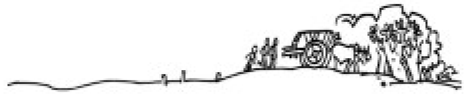
সেইখানটায় বড্ড ভয়ই করে!

দারোগা ভিতু লোক তো রোজ দুবেলা মরে!

টাকী যদি যাবে চলো-- আমায় আবার লিখতে হবে এখুনি রিপোর্টটা

সেপাইদের দু-চারজন এখানে থাক, বাকিরা সব থানায় ফিরে যা ।

পুরোহিতকে চলো হে তাড়াতাড়ি--



৩

বর-কনে আর বরের বাবার সঙ্গে হীরু চড়েছে গরুর গাড়ি ।

বিদায় নেবার সময় মা আর কতক্ষণ বুক বাঁধে!

মেয়েও কাঁদে, মাও কাঁদে, বাবাও বুঝি কাঁদে ।

ছেলে তিনটি হল কনের সাথী ।

ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়ার পেটে দারোগা মারে লাথি ।

পেছনে তার চার সিপাহী ছোটে ।

পুব আকাশের ঠোঁটে

গোলাপী রং লাগে ।

প্রথম জাগে যেসব পাখি, সেসব পাখি জাগে ।

পুরোহিত   হুজুর, টাকীর পাশেই কি তমলুক?

দারোগা   আস্ত উল্লুক!

পুরোহিত   হুজুর, টাকীর চারপাশে কি বেড়া?

দারোগা   এ লোকটা কি ভেড়া?

পুরোহিত   হুজুর, আমি শিখিনি লেখাপড়া,

বিদ্যে বলতে সমোস্কৃত ছড়া--

হুজুর আপনি টেনেছিলেন অন্যের গড়গড়া!

দারোগা   বামুন পুরুৎ, হল কী তোর? কথা ফুটছে দিব্যি মিঠে-কড়া!

পুরোহিত   আজ্ঞে হুজুর, আপনি আছেন সঙ্গে--

ভয় কেটে যায় রসিকতায় রঙ্গে ।

আপনি হলেন দারোগা--

বেয়াদপি দেখলে দেবেন বারো ঘা!

দারোগা   তা তো বটেই! হলাম গিয়ে দেশের শান্তিরক্ষক--

পুরোহিত হুজুর, শুনুন ডাকছে কেমন তক্ষক!

দারোগা ডাকছে ডাকুক, তোর কী?

পুরোহিত আচ্ছা হুজুর, ডাকাতটাকে দেওয়া যায় না জ্যান্ত ধরে গোর কি?

দারোগা আর কি আছে এদেশে সে? আমার ভয়েই হয়েছে কাশীবাসী ।

পুরোহিত হুজুর, এবার শুনুন আমার বাঁশি ।

এই বলে সে বাঁশি তুলল মুখে
চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায় দারোগা সম্মুখে ।

পুরোহিত আপনি বললেন কাশী গেছে, আমার কিন্তু তেমন মনে হয় না ।

দারোগাবাবু ভুরু কোঁচকায়-- পুরুতে তো এতটা কথা কয় না!
তার ওপর এই বাঁশি! তবে কী-তবে কী--

দারোগা সাবধান হে! সত্যি বলো তোমার পুরো নাম কী?

পুরোহিত বাঁশি বাজাই, শুনুন--

দারোগার চোখ জ্বলছে যেন জ্বলন্ত এক উনুন!

পুরোহিত উঁহু, উঁহু, হাতের অস্ত্র মাটিতে শোয়ান--

গাছ ফুঁড়ে লাফ দিয়ে নামল সশস্ত্র সব জোয়ান!
ছদ্মবেশ খুলে হীরু দাঁড়ায়
বাঁশি ফেলে বল্লমে হাত বাড়ায় ।

হীরু দারোগা সাব! এবার চেনা লাগে?

দারোগা তো ফুঁসছিল খুব রাগে--
ভয়ে এবার কেঁপে উঠল গা ।

দারোগা হীরু ডাকাত না?
চার সিপাহী থ' ।

হীরু এটাই তোমার ছাগলচরা দ' ।
হুইশিলে ফুঁ দিলেও কেউ আসবে না এই বনে ।
কিন্তু তোমায় মারব না আজ, সঙ্গে আমার আছে যে বর-কনে ।

তিন ছেলে   কেমন মজা দারোগার!
    নিজের পিঠেই বারো ঘা?
হীরু   যাও, এবারে থানায় ফিরে যাও--
    চাইলে যেন আবার দেখা পাও ।

তখনও হীরুর হাতে বাঁশি, মনে নতুন সুর ।
অনেক দূরে নদীর পাড়ে ওই মেদিনীপুর ।
হীরু   মাগো, তুমি যাচ্ছ শ্বশুরবাড়ি
    তোমার সঙ্গে এবার ছাড়াছাড়ি ।
    শোনো গো বর, শোনো গো বরের বাবা,
    বাঘের থাবা
    খেলার জিনিস না ।
    আমার মেয়ের গায়ে তুললে হাত
    আমার সঙ্গে ফের হবে সাক্ষাৎ ।
কনেকে   বিদায় দাও গো মা ।
তিন ছেলে   সর্দার এবার আদেশ দাও, যাব কনের সঙ্গে?
হীরু   যা না, দুদিন ঘুরে আয় । ঘুরবি গোটা বঙ্গে ।
এসব যখন ঘটছে তখন ঠিক উনিশশো ছ’ সাল ।
হীরু   নামাও এবার রণ পা, নামাও মশাল ।

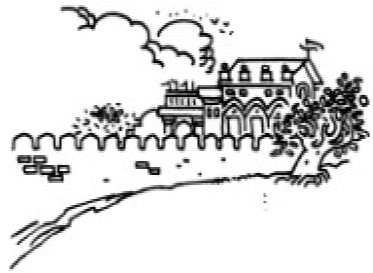


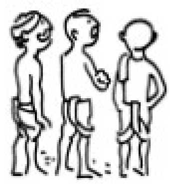
.শষ অভিযান



১

বাংলা বিহার সীমান্তে
একদল লোক প্রত্যহ যায় রাজার জন্য ঘি আনতে ।
গোধূলিতে গোয়ালপাড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা
এক দলে ঘি লুটতে থাকে, অন্যে দেয় পাহারা ।
ইয়া তাদের গালপাট্টা, গুল-বসানো লাঠি
সন্ধেবেলা দেখলে তোমার লাগবে দাঁত-কপাটি ।
গোয়ালারা কী আর করে, বুক ফাটিয়ে কাঁদে
এমন সাহস তাদের নেই যে রাজার লোককে বাঁধে ।
রাজার কাছে নালিশ করতে দু-বার তারা গিয়েছে রাজধানী--
যদি রাজা তাদের দুঃখ শোনেন,
তারা কি আর জানে কোথায় থাকেন রাজা কিংবা রাজার রানী--
রাজপ্রাসাদের পিছন দিকের বনে
বৃথা খানিক ঘোরাঘুরি করে তারা ফিরে এসেছে দেশে--
ততক্ষণে সন্ধ্যা নামছে রাক্ষসের বেশে ।
এমনি করে দিন কেটে যায় তাদের
গয়লাদের ছেলেরা খিদেয় কাঁদে
তফাৎ নেই আর অমাবস্যায় চাঁদে
বুক ফেটে যায় গয়লাপাড়ার মা'দের ।
সেদিন পূর্ণিমা ।
খিদের জ্বালায় ছেলে কাঁদে, দেখে কাঁদেন মা ।
বিকেল মুছে নামতে শুরু করেছে গোধূলি
বাঁশবাগানে চাঁদ উঠেছে ঠিক যেন এক মড়ার মাথার খুলি ।
গোয়ালপাড়ার ঘরে ঘরে ভয়--
হয়েছে সময়!

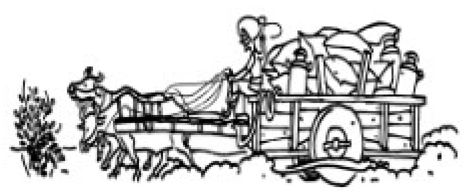




ওই তো হল্লা শোনা যাচ্ছে-- রাজার লোক আসছে পালে পালে--
এসব কবে ঘটছে জানো? উনিশশো নয় সালে ।
গয়লাপাড়ার ঝুলনতলার মোড়ে
ঝড়ের মতন এল তারা মহিষগাড়ি চড়ে ।
দৌড়ে এসে মহিষগুলো ফেলছে ভীষণ শ্বাস
যতক্ষণ লুট চলবে, মহিষ খাবে গয়লাপাড়ার ঘাস ।
এদিকে তো ঘরে ঘরে উঠল মরা-কান্না--
একজন লুটেরা   কাঁদিস কেন? তোদের প্রাণটা মহারাজার দান না?
বলেই সোজা মাথায় মারল লাঠি
এক ঘায়েতেই লোকটা নিল মাটি ।
খিদেয় যারা কাঁদছিল, আর ভয়ে কাঁদছে না
মড়ার খুলির মতন চাঁদ ছড়াচ্ছে জ্যোৎস্না ।
গয়লাপাড়ার যা কিছু সম্বল
মহিষগাড়ি বোঝাই করে নিয়ে চলল রাজার সৈন্যদল--
দূরের পথে মিলিয়ে গেল দু-কুড়ি লোক আর দু-কুড়ি মহিষ ।
এমন সময় হাওয়ায় বাজল তিনটে তীক্ষ্ণ শিস ।
চমকে উঠল গয়লাপাড়ার লোক
তাদের মনে সব হারানোর শোক
দুঃখে রাগে বুক জ্বলছে, মনের মধ্যে ভয়--
তবুও শিস শুনেই তাদের সন্দেহ তো হয় ।
গয়লাপাড়ার প্রবীণ যারা, তারা ভাবছে বসে--
রাজার লোকে মেরে রেখেছে, পড়েছি কি নতুন কারো রোষে?
গয়লাপাড়া শিসের হদিশ চায় ।
কারণ তখন বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যায়
সবাই কাঁপে হীরু ডাকাতের নামে
যদিও ইংরেজ বাহাদুর রটিয়েছে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার গ্রামে

শীঘ্র নাকি হীরুর হবে ফাঁসি ।
তাহলে কেন আজ এখানে কাল সেখানে হীরুর শিস আর বাঁশি?
ইংরেজের এ লোকঠকানো নিশ্চয়ই চালাকি!
হীরু যদি বন্দী, তবে বাঁশিটি রাম-পালা কি?

একজন গয়লা   বড্ড ভয়ই করে
মানুষ কি আর থাকবে না তার ঘরে?
এ কি তবে হীরুরই শিস?
কেউ জানো এর সঠিক হদিশ?
হীরুর দলের শিস শুনেছ আগে?
আরেকজন গয়লা   শুনিনি ঠিক, তবে যেন সেইরকমই লাগে ।
তৃতীয় গয়লা   উঁহু, আমার লাগছে কিন্তু খটকা--
চতুর্থ গয়লা   তার চে’ চলো, ফাটাই গিয়ে পাঁচটা-ছ’টা পটকা ।



পঞ্চম গয়লা   হয়তো হীরুর নকল করে কেহ--
প্রথম গয়লা   আমার সন্দেহ--
আচ্ছা, সেই ছেলে তিনটে কই?
তাদের মা কি সত্যি আমার প্রথম বউয়ের সই?
সেই যে যারা ক’দিন আগে কেঁদে পড়ল এসে--
জল দিলাম, বাতাসা দিলাম, বলল, ‘‘সইয়ের দেশে
মা আমাদের পাঠিয়ে দিলেন ।’’ সে বেঁচে নেই শুনে
ফুঁপিয়ে উঠে শুয়ে পড়ল নেভানো উনুনে ।
সত্যি যদি সইয়ের ছেলে হয়

বউটা আমার খুশি হবে স্বর্গে নিশ্চয় ।

ষষ্ঠ গয়লা   সত্যি যে তার প্রমাণ কী?

দ্বিতীয় গয়লা   একই মায়ের ছেলে যদি, বয়েস হবে সমান কি?

ষষ্ঠ গয়লা   দেখতেও তো এক না

প্রথম গয়লা   গেল কোথায়? খুঁজেই একটু দেখ না--

সপ্তম গয়লা   থাকতে দেওয়া ঠিক হয়নি ।

প্রথম গয়লা   তখন তো কেউ তা কয়নি ।

অষ্টম গয়লা   পরশু সাঁঝে লুটের শেষে সামন্তদের বনে

যাচ্ছে দেখি লুটেরাদের পিছু-পিছু গা ঢেকে গোপনে--

ষষ্ঠ গয়লা   পড়েছে যা দিনকাল

কুমির আনছ কেটে খাল!

প্রথম গয়লা   হা অদৃষ্ট । হায়রে কপাল! অন্ধ ছিলাম আমি

আমার দোষে দিতে হবে আক্কেল সেলামি!

সবাই জানে হীরুর দলে তিনটে ছেলে ঘোরে

তারাই খবর ক'রে

ডাকাত ডেকে আনে--

কয়েকজন গয়লা   এবার বুঝতে পারছি শিসের মানে ।

ষষ্ঠ গয়লা   হীরু ডাকাত এসে পড়বে এবার ।

পঞ্চম গয়লা   এখানে তার কী আছে আর নেবার?

প্রথম গয়লা   রাজায় নিল ঘি আর ডাকাত নেবে গরু-মহিষ!

এমন সময় আবার বাজল শিস ।



নবম গয়লা আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, চোর ডাকাত না, হয়তো বা গোভূত

অন্য একজন গয়লা ধুযৎ!

বিপদে কি মাথার ঠিক আর থাকে?

ভূত ভাবছ যাকে পাচ্ছ তাকে!

নবম গয়লা না না, আমার কল্পনা এ না--

কালকে রাতে আমাদেরই চেনা

খড়ের তৈরি নকল বাছুরটিকে

স্পষ্ট দেখি যাচ্ছে বনের দিকে--

রাতও তখন অন্তত তিন প্রহর ।

আরেকজন গয়লা এ তুমি কী শোনালে গো খবর--

চামড়া ঢাকা খড়ের বাছুর হাঁটছে আপন মনে?

নবম গয়লা হ্যাঁ-- সোজা ঢুকে গেল সামন্তদের বনে

তৃতীয় বার শিসের ধ্বনি অর্ধেকটা বেজেই থেমে গেল!

নেপথ্য কণ্ঠ মার দুটোকে! জ্যান্ত পুঁতে ফেলো ।

বলতে বলতে ছ-জন গয়লা হিঁচড়ে টেনে আনল তাদের শিকার--

শিকার মানে তিন বালকের দুটি ।

পিছমোড়া হাত, গয়লাদের মুঠোয় ধরা ঝুঁটি--

ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল, কিন্তু নির্বিকার ।

একজন গয়লা জানতে চেয়েছিলে শিসের হদিশ?

প্রথম গয়লাকে অশথগাছের ডালে বসে লম্বা-চওড়া শিস

দিচ্ছিল এই দুটো শকুনছানা!

প্রথম গয়লা   কী রে, আমার প্রথম বউয়ের সই তোদেরই মা, না?

বলেই হঠাৎ চড় কষাল এক বালকের গালে

একজন গয়লা   চলো সোজা ঝুলিয়ে দিই অশত্থের ডালে ।

আরেকজন গয়লা   দুই ঘুষিতে মুণ্ডু দুটি ওড়াই?

আরেকজন গয়লা   তার চেয়ে চল, জ্যান্ত ওদের পোড়াই!

প্রথম গয়লা   বলো তো বাপ, মতলবটা কী?

দুধ-কলা দিয়ে আমি সাপ পুষেছি!



একজন বালক   এজ্ঞে, আমরা পাখির সঙ্গে করতেছিনু খেলা

একজন গয়লা   অশথগাছে-- ভর সন্ধেবেলা--

পাখিও বুঝি তোদের মায়ের সই?

প্রথম গয়লা   তা তোদের আরেক স্যাঙাৎ কই?

সত্যি করে বল তো কে তিনি?

দুই বালক   বিকেল থেকে আমরা তাকে চোখেই দেখিনি ।

হয়তো কোথাও চলে গেছে, হয়তো বা রাগ করে

একজন গয়লা   আছাড় মারব তোদের দু-ঠ্যাং ধরে

মিথ্যে যদি বলিস আরেক বার!

প্রথম গয়লা   ঠিক করে বল-- গয়লাপাড়ায় তোদের কী দরকার?

চোরের মতন ঘুরিস-ফিরিস, বল না কী মতলবে?

একজন গয়লা   মোড়ল, মিথ্যে কথা বাড়াও, এসেছে তো গরু চুরির লোভে ।

কয়েকজন গয়লা কোথায় বাড়ি? কী নাম? সত্যি বল--

আরেকজন গয়লা তোরাই তবে হীরু ডাকাতের দল?

কয়েকজন গয়লা মিথ্যে বললে, পুঁতে ফেলব-- খেয়াল রাখিস সেটা!

একজন বালক এটা

কী বলছেন আপনারা গো, আমরা অনাথ বালক

আরেকজন বালক গাছের ডালে পাখি বসল-- কী চমৎকার পালক

একজন গয়লা মিথ্যে মানেই মরণ-- মনে রাখিস!

একজন বালক ঈশ কী পাখি! আজ্ঞা করো, আরেকটা দিই শিস!

একজন গয়লা খবরদার না! বল কী শিসের মানে?

একজন বালক বড্ড পাখি ভালবাসি । ভালবাসার টানে

শিস দিয়েছি, তার কি মানে থাকে?

প্রথম গয়লা কথা তো বেশ ফুটছে মুখে নাকে

একজন বালক তোমরা ভাবলে হীরুর দলের শিস?

বলেই তারা করল কুর্নিশ ।

দুই বালক হীরু হলেন ডাকাত, আমরা রাখাল

দেশে আমাদের আকাল

মায়ের কথায় এলাম সীমান্তে

দুঃখ না সুখ-- না জানি কী আনতে ।

একজন গয়লা এ তো দেখছি গাঁজাখোরের রাজা!

মোড়ল জানিস এ-গাঁয় মিথ্যে বলার সাজা?

একজন বালক মোদের কথায় বিশ্বাস হয়নি?

আরেকজন বালক মিথ্যে বলব? মাথা খারাপ! চড়টা গালে এখনো সয়নি!

প্রথম গয়লা কাহিনী রাখ । বেড়ে যাচ্ছে রাত!

আরেকজন গয়লা কথায় কথায় কাল কাটাচ্ছে কালসাপের জাত!

কয়েকজন গয়লা হাত-পা বেঁধে চলো ভাসাই খালে

হঠাৎ দূরে শিরীষ গাছের ডালে

ডেকে উঠল একটা হুতোম প্যাঁচা ।



কয়েকজন গয়লা
হাত-পা বাঁধতে বাঁধতে চ্যাঁচা, এবার যত পারিস চ্যাঁচা--
একজন গয়লা ভগবানের বাপও আসবে না
কয়েকজন গয়লা পাথরে বেঁধে জলে ফেলব, জষ্ঠিমাসেও লাশটি ভাসবে না ।
এক বালক আঃ! এমন মোচড়াচ্ছেন হাত!
একজন গয়লা বল এখনো, কে পাঠাল, মা, না হীরু ডাকাত?
আরেকজন গয়লা চুপ, সবাই চুপ!
কিসের যেন আওয়াজ আসছে, গায়ের লোমকূপ
দ্যাখো কেমন হয়ে উঠছে খাড়া!
আরেকজন গয়লা মিথ্যে ভয় পাবে কি গয়লাপাড়া!
বলেই লোকটা শুয়ে পড়ল সোজা
মাটিতে কান, চক্ষু দুটি বোজা ।
লোকটা কী সর্বনাশ-- ঘোড়া!
আরেকজন গয়লা একটা, না এক জোড়া?
আরেকজন গয়লা না কি অনেকগুলো?
লোকটা তোমরা কি গো কানে দিয়েছ তুলো?
দুই বালক ঘোড়ার চাঁটে মরব নাকি-- এ কী!
বাঁধন খোলেন দেখি--
একজন গয়লা মেরে তোদের করব বেগুনপোড়া ।

লোকটা ঝড়ের মতন ছুটে আসছে ঘোড়া
আরেকজন গয়লা বিপদ কি আর একলা আসে? স্বপ্ন দেখছি না কি?
বনের থেকে বেরিয়ে আসছে খড়ের বাছুরটা কি?
আরেকজন গয়লা কী করে সম্ভব?
প্রথম গয়লা হায় আমাদের সবই গেল-- সব!
আরেকজন গয়লা রাজা মারল ভাতে
এবার এক সাথে আজ রাতে--
আরেকজন এ বড় অদ্ভুত!
কয়েকজন সবাইকে আজ প্রাণে মারবে ভূত
সামনে গোভূত, তার পিছনে দূরে
স্পষ্ট আওয়াজ উঠছে ঘোড়ার খুরের ।
এমন দৃশ্য কেউ দেখেনি কখনো
চামড়া-ঢাকা খড়ের বাছুর তখনো
চাঁদের আলোয় দিচ্ছে লম্ভ-ঝম্প
গয়লাদের বুকে তো হৃৎকম্প!
ওই তো আবার জোড় পায়ে লাফ দিয়ে আসছে কাছে
হঠাৎ যেন মিলিয়ে গেল হাওয়ায় কিংবা গাছে ।
ঠিক মনে হয় পিছন পিছন দৌড়ে এল ঘোড়া
পিঠের ওপর সওয়ার-- যেন শাল দিয়ে গা মোড়া ।
গ্রামের প্রান্তে শীর্ণ খাল
ঘোড়া যেন দিল উড়াল--
পেরিয়ে এসে দাঁড়াল এই দাওয়ায় ।
শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া কোনো শব্দ নেই আর হাওয়ায় ।



২

ঘোড়সওয়ার   গ্রামের নাম তো গোপালটুলি?

দাঁড়া আগে শালটা খুলি ।

শাল খুলতেই দেখা গেল জাঁদরেল এক পুলিস ।

পুলিস   এখান থেকে একটু আগে কে দিল রে শিস?

প্রথম গয়লা   নমস্কার হই বড়বাবু, দারোগা গো পরণাম

কী দিয়ে আজ সেবা করব-- এবার বুঝি মরলাম!

অন্যান্য গয়লা   তোমার পায়ে গড় করি গো, খেতে দেব কী?

লুটেরাদের থেকে কেন একটুখানি ঘি

চেয়ে রাখলাম না!

দারোগা   থামাবি কান্না?

একটু আগে শিস দিল কে? সন্দেহ হয় তারা হীরুর চ্যালা ।

কয়েকজন গয়লা

দুই ছেলেকে   বোঝো এবার ঠ্যালা!

দারোগাকে   হুজুর এই যে বেঁধে রেখেছি-- এই হল আসামী!

দারোগা   ঠিক আছে, যা করার করব আমি ।

ঘোড়াটাকে জল দে ।

দুই ছেলেকে বল ব্যাটারা,গয়লাপাড়ায় কে পাঠাল, কে?
হীরু তোদের কে হয়?
গলা টিপলে এখনো দুধ বের হয়
এখন থেকেই ডাকাতি!
এক ছেলে আমরা না তার নাতি
না তার ছেলে কিংবা দলের লোক ।
দারোগা গয়লাদের এইও! গাছের গুঁড়িতে এর জোরসে মাথা ঠোক ।
দুই ছেলেকে রাম দারোগার বন্দুকের এক গুঁতোয়
ঘুচবে তোদের সমস্ত ছল ছুতো ।
শিগগির বল, হীরু কোথায়, বল ।
মিথ্যে বললে জানিস তো তার ফল?
তার বদলে যদি তোরা হীরুর হদিশ দিস
কাছে গিয়ে ফিসফিসিয়ে আমি হীরু, চিনতে পেরেছিস?
দুই ছেলে ওরে বাবা, মেরে ফেলল, মোদের ছেড়ে দিন
এত কষ্ট দেন কেন গো, প্রাণটা কেড়ে নিন ।
দারোগা গয়লাদের সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না, চল নিয়ে চল ঘরে
গয়লারা তো দৌড়ে এসে দুই ছেলেকে ধরে
দারোগা চালের সঙ্গে দড়ি বেঁধে সঙ্গে ঘুঁটেপোড়া--
হেঁ হেঁ, কথার তাৎপর্যটা বুঝেছিস তো ছোঁড়া?
হাত-পা বেঁধে ঘুঁটের ছ্যাঁকা--
দেখব ন্যাকা
সেজে তোরা থাকিস কতক্ষণ!
একজন গয়লা এই দুজন ছাড়াও কিন্তু ছিল আরেক জন
গয়লাদের কুঁদোর একটি ঘায়ে এরা কবুল করবে সব
ডাকাত ধরে কাল এখানে হবে রে উৎসব ।
প্রথম গয়লা হুজুর ডাকাত সত্যি পড়বে নাকি?

দারোগা   কেন, ডাকাতটা কি

শোনেনি তার চরের মুখের শিস?

প্রথম গয়লা   দুই ছেলেকে তোদের মনে এতই ছিল বিষ!

দারোগাকে   হুজুর তবে কী হবে উপায়?

ভেবে বুকের রক্ত যে শুকায়!

দারোগা   আমি আছি, ভয় কী বাবা, শোও গিয়ে সব শিগ্রী

এই ঘরে আজ চালাব থার্ড ডিগ্রী ।

হীরু আসার আগেই জানব হীরুর গতিবিধি

আমি হলাম স্বয়ং ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধি ।

দরজা বন্ধ করে হীরু দুই বালকের বাঁধন খুলল আগে

নকল হম্বি-তম্বি করে লোক দেখানো রাগে

লাঠি মারল দেয়ালে আর ঘরের নিচু চালে ।

হীরু   পড়েছিস বাপ রাম দারোগার জালে ।

দুই বালক   সর্দার, আমরা গিয়েছিলাম ওদের পিছু পিছু

হীরু   সন্দেহ তো করেনি ওরা কিছু?



এক বালক দেখতেই পায়নি ।

হীরু কালকে ওদের মজা দেখাচ্ছি!

আরেক বালক দু কুড়ি লোক আর দু কুড়ি মহিষ

হীরু একটা দিলে শিস--

তিন কুড়ি লোক ঘাপটি মেরে থাকবে, সঙ্গে ফাঁসুড়ে ইসমাইল

একজন বালক সর্দার এরা বড্ড গরিব, পুড়িয়ে খায় গো চিল ।

পান্নাটাকে ভূত ভেবেছে এরা

আরেকজন বালক খড়ের বাছুর মাঝরাত্তিরে করছে ঘোরাফেরা

দেখেই এদের ভিরমি খাবার জোগাড়

প্রথম বালক লুটেরারা মহিষগাড়ি চড়ে আসে-- একেকটা ঠিক ষাঁড়!

হীরু পান্না আমায় সব বলেছে, শোন

এখান থেকে ঠিক কতটা সামন্তদের বন?

একজন বালক বড় বড় পা ফেললে সাত কুড়ি পাঁচ পা ।

আরেকজন বালক বন গিয়েছে সোজা উড়িষ্যা ।

হীরু দু কুড়ি মোষ, তার মানে তো গাড়ি মাত্র কুড়ি

একজন বালক হ্যাঁ-- ওই যাঃ, থুড়ি

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি বেমালুম

পরশু শুনলুম

কালকে রাজা শোনপুরের সেই মেলায় যাবে, থাকবে দু তিন দিন

রাজ-ধোপারা শুনছি নাকি চুনোট করছে রাজার জামা ঢাকাই মসলিন

হীরু এই বুদ্ধির বহর?

মেলায় যাবার খবর

জানি আমি এগার দিন আগে

নইলে রাতে গয়লাপাড়ায় হীরু ডাকাত জাগে?

একজন বালক কিন্তু সর্দার, যা সব ওদের মোষ!

হীরু তোরা একটু বোস--

আমার এবার সাজতে হবে গয়লা
জামার নিচে আছে ছেঁড়া ময়লা
ফতুয়া আর থান ।
কথা বলছে ফিসফিসিয়ে, কিন্তু সজাগ কান ।



একটু পরেই আবার বাঁধব তোদের,
দুপুর বেলা ফেলে রাখব রোদে ।
দাঁড়া, এবার সারি অন্য কাজ
মটকা মেরে পড়ে থাকবি, করবি না আওয়াজ ।
এই বলে সে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়--
চাঁদের আলোয় ভাসছে গয়লাপাড়া ।
গয়লারা তো জেগেই ছিল, দারোগা নিয়ে কে কবে আর ঘুমোয়!
হীরু মেরে ওদের সমস্ত গা করেছি ডুমো ডুমো ।
শেয়ালদুটো জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে আছে ভুঁয়ে ।
ঘরের বাতি নিভিয়ে দে এক ফুঁয়ে ।
দারোগার স্বর শুনে তারা দোর জানালার ফাঁকে
দু চোখ রেখে দেখে নিচ্ছে অচিন দারোগাকে!

গয়লারা আপনি বটে কে?

হীরু বিশেষ প্রয়োজনে পুলিস গয়লা সেজেছে ।

একজন গয়লা আপনিই সে! চিনতে পারিনি

আরেকজন গয়লা দারোগাসাব নন তো আর ইনি
ঠিক যেন ভাই মোদেরই একজন

হীরু এক ঢিলে দুই পাখি মারার করছি আয়োজন

একজন গয়লা গড় করি গো বাবু তোমায়, কিন্তু লাগছে খটকা
হীরু ডাকাত আসে শুনি চড়ে মস্ত রণ-পা

আরেকজন গয়লা তাছাড়া ওর ঘোড়াও নাকি আছে!

হীরু রাম দারোগার কাছে
খাটবে না ওর ওসব জারিজুরি ।

একজন গয়লা কিন্তু আপনি একা, ওরা হয়তো বা চার কুড়ি,

হীরু আরে মূর্খ, পুলিস আবার একলা দোকলা কী?
যদি একবার হুইসিলে ফুঁ দি
দৌড়ে আসবে হাজার কনস্টেবল
একটা কথা মনে রাখবি কেবল--

মুখের কথা শেষ হল না, দূরের বনে ডাকল তক্ষক

গয়লারা হুজুর, আপনি মোদের মা বাপ, মোদের রক্ষক

হীরু অন্যমনস্কভাবে কী বলছিলাম? যাক, সেকথা কাল ।
দে তো আমার শাল
একবারটি থানায় যাব, ফিরব ভোরের বেলা
হীরু ডাকাতের চ্যালা
যেমন আছে তেমনি থাকুক, বাইরে থেকে শেকল তোলা আছে ।
খবরদার হে, কেউ যাবি না কাছে!

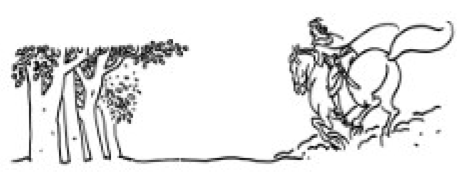
একজন গয়লা হুজুর, আপনার গায়ে গয়লার বেশ--

হীরু সেজেছি জম্পেশ!

আমি থানার দারোগা হে, চিনবে গলার আওয়াজ!
থানায় আমার খুব জরুরি কাজ ।
ঘরে তোদের ভুট্টা আছে? যদি থাকে, গোটা কতক পোড়া ।
বলেই হীরু বনের দিকে ছুটিয়ে দিল ঘোড়া ।

৩

মানুষজনের অচেনা এক গভীর অরণ্যে
ঢুকতে গিয়ে হীরু দাঁড়ায়, শোনে স্বকর্ণে
নেপথ্য কণ্ঠ   জল, বাবা গো জল!
ঝোপের পাশে চোখ পড়তেই হীরু তো চঞ্চল ।
ময়লা ছেঁড়া নেংটি পরে মুমূর্ষু এক লোক--
কষ্টমাখা উঃ কী করুণ চোখ--
ঘাসে শুয়ে গোঙায় ।
ঘোড়া থেকে নেমে হীরু পদ্মপাতার ঠোঙায়
জল এনে দেয় ওই লোকটার মুখে
জল খেয়ে সে সুস্থ হলে হীরু বলে, তার শিয়রে ঝুঁকে,
দুর্গম এই বনের মধ্যে এলেন কী করে?
হঠাৎ যদি না দেখতাম তো যেতেনই ঠিক মরে ।
কোথা থেকে আসছিলেন আর যাচ্ছিলেন কার বাড়ি?
বলুন তাড়াতাড়ি ।



লোকটা   সাধ করে কেউ আসে কি এই ভীষণ গহন বনে!
সরকারি এক মস্ত বিজ্ঞাপনে

বলেছে, কেউ হীরুর খবর দিলে--
কিন্তু বাবা--
আর পারি না!
হীরু কি এক ভগ্নডানা চিল যে তাকে মারব একটা ঢিলে?
দুদিন ধরে বনে বনে-- আর পারি না-- বড্ড গরিব আমি
কত দুঃখে ঘর ছেড়েছি জানেন অন্তর্যামী ।
ভেবেছিলাম যদি হঠাৎ হীরুর খবর পাই--
বাড়ির সবাই মিলে চারটি গরম ভাত খাই!
থানায় খবর দিলেই পাঁচশো । জ্যান্ত মরা ধরে দিলে আরও বেশি ইনাম--
জানো তো ভাই, পঁচিশ হাজার হীরুর মাথার দাম!
যদিও হীরু মনে মনে ফেটে পড়ছে ক্ষোভে--
মুখে বলল কী আশ্চর্য, আমিও ওই লোভে
দুদিন ধরে ঘুরছি বনে বনে ।
একটা কথা শোনেন--
একই সঙ্গে দুজন করি চেষ্টা
দুইয়ের কষ্টে মিলবে ঠিকই কেষ্টা ।
জ্যান্ত কিংবা মরা হীরু ধরে দিলেই পাব পঁচিশ হাজার!
আহ কী মজা! দুবেলা খাব খেতে চেয়েছি যা যা ।
পঁচিশ হাজার দুভাগ হলেও-- আহা রে কী ফুর্তি!
সামনের ওই বনটা দেখুন-- জোছনা যেন ধরেছে কালীমূর্তি ।
আমি একবার ঘুরেই আসি ।
সত্যি হবে হীরুর ফাঁসি!
আমরা পাব পুরো পঁচিশ হাজার!
সুখে নিদ্রা যাবে দেশের জমিদার আর রাজা ।
যাই দেখি গে বনের ভেতরটা
হয়তো কোথাও রয়েছে সে চোরটা ।



লোকটা　　তোমার কথায় আশা জাগছে খুব
　　দেখো বাবা, ফিরতে তোমার ফরসা না হয় পুব ।
হীরু　　দেখুন না এই এলাম বলে--
　　ঘুমে না যেন পড়েন ঢলে--
গভীর বনে ঢুকল হীরু, মানুষ তো ছাড়, চাঁদেরও এ চেনা রাস্তা না
আজকে রাতে এটাই হীরুর দলের আস্তানা ।
সতর্ক পায়ে ঢুকল ঘোড়া, পিঠে ডাকাত হীরে
দলের সবাই দৌড়ে এসে ধরল তাকে ঘিরে ।
একজন ডাকাত　　সর্দার! সর্বনাশ হয়েছে--
হীরু　　কেন, সব কি ফাঁস হয়েছে?
আরেকজন ডাকাত　　তা না, তবে ছজন চরের
হীরু　　ওসব পরে--
　　চটপট বল, গড়িয়েছে কদ্দুর?
সেই ডাকাত　　পঞ্চুকে তো পাঠিয়েছিলে রাজার অন্তঃপুর
　　সেখান থেকে ফিরে এসে জমাদারের বেশে
　　থানায় গিয়ে শুনেছে সে-- নানা ছদ্মবেশে
　　পুলিসের চর লেগেছে খুব সংবাদ সংগ্রহে!
হীরু　　ওহে!
　　অস্ত্র ফেলে নাও তুলসীর মালা ।
　　এ তো বড্ড জ্বালা--
　　দুটো পয়সা পাচ্ছে চরের কাজে--
　　তোমার বুঝি বড্ড বুকে বাজে!

মূর্খ, গাধা, ভীরু!
বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে মেঘের মতো গর্জে উঠল হীরু
কে তোর প্রভু-- পুলিসের চর কিংবা হীরু ডাকাত?
তোর জীবনের আজকেই শেষ রাত ।



সেই ডাকাত   সর্দার, আমি ভয় পাইনি, মরতেও ভয় নেই
পুলিস এবার চর ব্যবস্থা জোরদার করতেই
ছ'জন বেছে তক্ষকের ডাক ডাকতে পাঠাই আমি ।

হীরু   আহা, মস্ত দামী
কাজ করেছিস! তক্ষকের ডাক ডাকার দায়িত্বে
বল আছে কে কে?
পুলিসের চর শুনেই তারা পুলিস দেখল-- বাহ!

কয়েকজন ডাকাত   সর্দার, দেখো, আর কখনো এমন ঘটবে না!

হীরু   বেশ
মূর্খতার এই শেষ?

কয়েকজন ডাকাত   বিলকুল বিলকুল ।

অন্যরা   আর হবে না ভুল ।

হীরু   শোন, ওদিককার সব ব্যবস্থা পাকা ।
আলাদাভাবে এক-একজন গা-ঢাকা
দিয়ে ঢুকবি গয়লাপাড়ায়-- সাঁঝ লাগবার আগে--
বুঝেছিস তো? থাকবি ভাগে ভাগে ।
যত রাজ্যের ছেঁড়া-খোঁড়া ময়লা
কাপড় পরে সাজবি যেন সাতজন্মের গয়লা ।
ইসমাইল তার ফাঁসুড়ে দল নিয়ে এতক্ষণে
ডেরা বেঁধেছে সামন্তদের বনে ।
বল তো তোদের পথ দেখাবে কে?

সবাই   চামড়া ঢাকা খড়ের বাছুর যে ।

আরেকজন ডাকাত   নিলু-বিলু   শুনছি নাকি বাঁধা রয়েছে গাছে?

হীরু   হীরের চর তো--রাম দারোগার মারের চোটে ওদের জ্ঞান কি আছে!

কয়েকজন ডাকাত   তুলনা নেই নিলু বিলু আর পান্নার ।

হীরু   এখন ওসব আর না--

আগে একটু বাঁশি বাজাই, দাঁড়া--

কয়েকজন ডাকাত   ধুয়ে মুছে রেখেছি মা-র খাঁড়া ।







৪

বনের থেকে ফেরার পথে অপেক্ষমাণ দুস্থ মানুষটিকে

ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে হীরু রওনা হল গোপালটুলির দিকে ।

এদিকে তো গয়লাপাড়া ঘামছে উত্তেজনায়--

হীরু ডাকাত এলেই তার বিষদাঁত আর ফণা

রাম দারোগা উপড়ে নেবে এই জন্মের মতো

রাম দারোগার সঙ্গে আছে পুলিস শত-শত ।

গয়লাপাড়ায় হীরু ফিরল, রাত তখনো হয়নি তেমন ফরসা ।

গয়লারা দারোগা   গো, আপনি মোদের ভরসা ।

প্রথম গয়লা   একে তো রোজ রাজার হামলা, তার ওপরে আবার

হীরু ডাকাতের থাবার

এক ঘা খেলে, আপনি বলুন, যায় কি বেঁচে থাকা?

হীরু   থানায় গিয়ে সব ব্যবস্থা করে এলাম পাকা ।

বলছিলাম না-- এক ঢিলে দুই পাখি মারব আমি!
সামন্তটার বাড় বেড়েছে, প্রায়ই থানায় পাঠাচ্ছে প্রণামী ।
কয়েকজন গয়লা সামন্ত কে?
হীরু তোরা যাকে
রাজা বলিস । আসলে তো লোভী জমিদার ।
হীরুও এবার পার পাবে না, করব সোজা ভবনদী পার!
দুস্থ লোকটা আপনি, আজ্ঞে, আপনি স্বয়ং দারোগা?
তাই তো বলি, তা না হলে ঘোড়ার অমন তেলচকচক কালো গা ।
সাধ্যমতো হীরে খুঁজছি, খুঁজতে তো দোষ নেই ।
হীরু সব বুঝেছি প্রথম দর্শনেই ।
আশা করছি হীরে ধরব আজ বা কাল রাতে ।
ইতিমধ্যে দু-মুঠো শাক-ভাতের
ব্যবস্থা তোর হয়েই গেল । যা এবারে ভাগ--
রাম দারোগার মন বোঝা ভার-- এই হাসি, এই রাগ ।
সন্ধে হবার মুখে হীরু হঠাৎ দিল শিস ।
গয়লারা করেন কী গো, ঈশ--
এ যে একদম হীরু ডাকাতের মতো!
হীরু তোদের কাছে দেব কি কৈফিয়ৎ অতশত?
জানিস আমি দিলাম কেন শিস?
বিষেই ক্ষয় হয় সমস্ত বিষ!
পুলিসকে সব বলা আছে, শুনেই আমার সঙ্কেত
গয়লা বেশে ছুটে আসবে পেরিয়ে বন, খাল, খেত ।
শিস না দিয়ে হুইসিলে ফুঁ দিলে
চমকে যেত হীরু ডাকাতের পিলে
টের পেত সে আমার উপস্থিতি
অভিযানের ইতি

ঘটাত ওইখানে ।

বুঝেছিস এই ছল-চাতুরির মানে?

একজন গয়লা আমরা বাবু মুখ্খুয মানুষ-- ক্ষুদ্র মনিষ্যি

আরেকজন গয়লা শাক পাতা খাই, নেশা বলতে দু-এক টিপ নস্যি ।

অন্য কয়েকজন কিংবা ধরুন, একটু আধটু তামাক পাতা, দুবেলা চাট্টি মুড়ি

প্রথম গয়লা আহ, ওসব রাখ তো এখন! দসুযরা দুই কুড়ি

এসে পড়ল বলে-- এই তো আসন্ন গোধূলি!

হীরু গুণ্ডাদলের সঙ্গে এবার করব কোলাকুলি--

সব তৈয়ার হ ।

গয়লারা হুজুর, ওরা মেরে মোদের বানাবে আজ দ ।

হীরু ওই চেয়ে দ্যাখ-- গুনতে পারিস? গোন--

ওই যেখানে খালের পাড়ে অন্ধকার বন

সেখান থেকে আমার লোকরা গয়লাবেশে আসছে চুপিসারে

গয়লারা ও বাবারে-- মা-রে

ছদ্মবেশী ডাকাত নয়তো?

সত্যি জানেন-- সবাই এরা পুলিস?

হীরু এখনো সব সন্দেহেতে দুলিস!

আজ গোধূলি বৃথা যাবে না--

তোদের ঘি আর রাজা খাবে না!

শুনতে পাচ্ছিস? শোন--



গয়লাপাড়ার পূর্ব দিকে ঠিক যেখানে সামন্তদের বন
সেখান থেকে ভেসে আসছে অনেক লোকের ভীষণ আর্তনাদ!

হীরু এতদিন তো ঘুঘুই দেখল, এবার দেখছে ফাঁদ।
সামন্তদের বনে আমার লোক
টিপে মারছে গয়লাপাড়ার জোঁক!
বুঝেছিস তো কাদের
আর্তনাদে হাওয়া নাচছে? কাদের
গলায় বলির পশু উঠছে কেঁদে?
দুষ্ট গরুর মতন ওদের গলায় দড়ি বেঁধে
আমার সেপাই করছে পগার পার!

গয়লারা বাপরে, বাবা! কী ক্ষমতা মোদের দারোগার!

গয়লাবেশী হীরুর যে দল পেরোচ্ছিল খাল--
পাহাড় ঘেরা গভীর বনে দেখলে যাদের কাল--
হীরুর সামনে এসে তারা সিপাহীদের মতন করল সেলাম।

হীরু ডাকাতের দল বাতাসে শিস শুনেই আমরা এলাম।

হীরু দাঁড়া--
হাওয়ায় পাচ্ছি ইসমাইলদের সাড়া।
আগে আসুক ওরা

গয়লাদের এই যে বাবা, তোরা

ঝট করে এক কাজ কর তো দেখি
অনেকগুলো ঘিয়ের হাঁড়ি-- আসল নয় রে, মেকি--
সাজিয়ে ফেল গোবর কাদা ভরে
একটুখানি ঘিয়ের ছোঁয়া লাগিয়ে দিস ওপরে ।

বলতে বলতে মহিষ গাড়ি চড়ে এল সদলবলে ফাঁসুড়ে ইসমাইল ।

হীরু সময় নেই আর-- হোসনি তো কেউ কাহিল?

ইসমাইলের লোকেরা কেউ না, কেউ না, কেউ না ।
আমরা নদীর ঢেউ না?



ইসমাইল   লুটেরারা যেই এসেছে বনের কাছাকাছি
সবাই মিলে ছুঁড়ে দিলাম যে যার দড়িগাছি ।
দু-কুড়ি ফাঁসের হ্যাঁচকা টানে দুই-দুকুড়ি লোক
ওহো যদি দেখতে তুমি-- ছিটকে গিয়ে ভুঁয়ে পড়ল, উল্টে গেল চোখ!

হীরু   ওসব এখন শুনতে চাই না, আসল কথা বল--

ইসমাইল   হুজুর, ওরা প্রাণ করে সম্বল
ছেড়ে গিয়েছে সুখের জন্মভূমি--
আমি তো বললুমই
হবে না আর এমুখো কোনদিন--
হয়তো গিয়ে থামবে সোজা তিব্বতই কি চীন ।
মুখে ওদের আচ্ছা করে ঘষে দিয়েছি ঝামা!

হীরু   পাগড়ি, লাঠি, জামা--

ইসমাইলের লোকেরা   সব নিয়েছি । এবার বলো করতে হবে কী?

হীরু   গয়লাদের এই, তোরা সব এনেছিস তো ঘি--
মানে ঘিয়ের হাঁড়ি?
বোঝাই কর গে যত মোষের গাড়ি ।
দলের   লোকেদের   শোন,
যে দুকুড়ি গিয়েছিলিস সামন্তদের বন--
সবাই তোরা চটপট আয় কাছে
অল্প সময়, অনেক জিনিস বুঝিয়ে দেবার আছে ।

বলে হীরু সাপের মতন দৌড়ে গিয়ে সোজা এর ওর কানে
বলল কী কে জানে!
হয়তো কোনো গোপন পরামর্শ ।
ভঙ্গি যেন শিকার দেখে চিতার না আর তর সয় ।
গয়লারা তো ভ্যাবাচ্যাকা

দিচ্ছে গায়ে সুখের ছ্যাঁকা
কিন্তু কেঁপে উঠছে প্রাণের পাখি!
সবাই যদি পুলিস-- কারো গায়েতে নেই খাকি?
তাছাড়া এই দারোগাটার
চিতার মতো চলা-হাঁটা--
ব্যাপারটা গোলমেলে!



হীরু হীরুকে আজ পুরবই ঠিক জেলে!
গয়লাদের কীরে!
দেখছিস কী অমন ফিরে ফিরে?
হুবহু ঠিক লুটেরাদের মতন সাজা গাড়ি--
হীরুকে আজ সোজা যমের বাড়ি
না পাঠাই তো আমার নামে নেড়ি কুত্তা পুষিস!
লুটেরাদের খবর শুনে তোরা তো সব খুশি?
গয়লারা তোমার পায়ে প্রণাম মোদের তিন কুড়ি দশ লক্ষ ।
হঠাৎ দূরে, ক্রমেই কাছে, একের পর এক ডেকে উঠল ঠিক তেরটা তক্ষক!

হীরুর চোখে বিজলি হানা, হীরুর গলায় হুঙ্কার

হীরু গয়লাদের ময়ূরাক্ষী নদী চাইছে খুন কার?

কার গজালো ডানা?

তোদের মধ্যে কে গিয়েছে থানায়?

গয়লাপাড়ার প্রত্যেকটা ঘর

তন্ন তন্ন কর ।

দ্যাখ তো কে নেই ঘরে?

সে লোকটা কই-- খিদের জ্বালায় এই মরে সেই মরে?

গয়লাদের তো লাগল বিষম ধন্দ--

ঘরপোড়া গাই অল্পেই পায় বিপদ-বিপদ গন্ধ ।

তার ওপরে আরো অবাক ব্যাপার--

দুকুড়ি লোক খুলে গায়ের র্যাপার

সাজল যেন হুবহু ঠিক রাজার গুণ্ডাদল-- এক্কেবারে লুটেরাদের মতো ।

হীরু দলের লোকদের সময় নেই আর, গাড়ি হাঁকা পারিস জোরে যত

ঝড়ের বেগে সামন্ত রাজবাড়ি

গিয়ে বলবি আরো ঘিয়ের হাঁড়ি

গয়লারা সব বয়ে আনছে কাঁধে ।

যতক্ষণ না আমি যাচ্ছি, আটকে রাখিস হেঁয়ালি আর ফাঁদে ।

গাড়ির পেটের তলায় নিস বল্লম আর মশাল ।

এসব যখন ঘটছে তখন ঠিক উনিশশো ন সাল

একজন গয়লা হুজুর, সবাই ঘরে আছে, হাভাতেটাও ঘুমোচ্ছে ওইখানে

প্রথম গয়লা হুজুর থানায় কে গিয়েছে-- মানে?

আপনি থানার মালিক!

বেড়াল কেন ঘাবড়াবে গো সামনে পেলে শালিক?

অন্য গয়লা আপনি হলেন দারোগা

হীরু না খেয়ে খেয়ে তোরা সবাই যা রোগা

বলতে ভয়ই করে

একজন গয়লা হুজুর, হীরুর বিচ্ছু দুটি চর নেই তো ঘরে!

শুনেই হীরু অল্প অল্প হাসছে ।

একজন গয়লা ওই দেখুন ওই খালের পাড়ে আবার গোভূত আসছে ।

হীরু না না, ওরা আমারই লোক-- পান্না, নিলু, বিলু ।

শুনেই ভয়ে গয়লাদের নড়ে উঠল ঘিলু

(হেসে) আমি হলাম হীরে ।

গয়লারা হীরে ডাকাত! ঘরে মোদের কিছু নেই গো, ভগবানের কিরে!

হীরু গয়লাদের তোদের কাছে হীরু ডাকাতের কিছুই নেই রে নেবার ।

দেবার আছে । নিলু-বিলু, বেরিয়ে আয় এবার ।

কদমগাছের ডাল ঝাঁকিয়ে নামল নিলে বিলে

নিলু-বিলু সারাটা দিন ভুট্টা খেয়ে যা তড়পাচ্ছে পিলে!

হীরু একটু ধৈর্য ধর ।

দলের লোকেদের ঘিয়ের বাঁক সবাই কাঁধে কর ।

গয়লাদের একটু পরে এসে পড়বে পুলিস

দরজা খুলতে বললে দরজা খুলিস ।

আমায় ওরা করবে গরুখোঁজা ।

দে তো একটা বিড়ি, থাকুক বাঁ কানে গোঁজা ।



কয়েকজন গয়লা   বাবাগো, মা, ওই যে আবার এসেছে গোভূত ।

হীরু   তোরা তো অদ্ভুত

নিলু-বিলু, এবার ওটার গায়ের চামড়া খোলো ।

এত করে বলছি তবু ভয়েই এরা মোলো ।

বাছুরের কাজ শেষ হয়েছে, আর না ।

নিলু বিলু হাত চালিয়ে গুটিকতক ফিতের

বাঁধন কেটে গোবৎসটির চামড়া খুলে নিতে

লম্ভ দিয়ে বেরিয়ে এল তাদের বন্ধু পান্না ।

নিলু বিলু   গয়লাদের মোদের স্যাঙাৎ-- দ্যাখো এবার চিনতে পার কিনা

একজন গয়লা   নিজের হাতে তৈরি বাছুর সকলেরই এ চেনা

নিলু   সেই বাছুরের ভেতর থেকে খড়

বের করে ঠিক সেইখানে এর ধড়

পুরে দিয়ে বানালাম গো ভূত

প্রয়োজনে হয়েছিল আমাদের দূত ।

পান্না   সর্দার, পুলিস প্রথমে যায় কৃষ্ণচন্দ্রপুরে ।

সেখান থেকে পদ্মপুকুর ঘুরে

আসছে এদিক পানে ।

হীরু   তক্ষকের ডাক ঘুরে যাওয়ার মানে

সব বুঝেছি । দলে ওরা কজন?

পান্না   এক কুড়ি আট ন'জন ।

হীরু   গয়লাদের যা রে এবার বউমায়েদের চুলোয় আগুন দে

সবাই পেটের আগুন নেভা দুমুঠো অন্নে ।

গয়লাদের তো চক্ষু ছানাবড়া

গয়লারা   আপনাদিগের সঙ্গে মোদের পড়বে কি হাতকড়া?

হীরু   মূর্খ   তোরা! ভালো মন্দ বোঝার শক্তি নেই

জীবন গেল রাজার ওপর ভয়ে ভক্তিতেই ।

দলের লোকদের মনে রাখিস সবাই তোরা গয়লা

দলের লোকেরা জয় মা কালী! আমরা করব জয়লাভ!

হীরু সামন্তরাজ আজ রয়েছে মেলায়

ফিরতে ফিরতে পরশু বিকেলবেলা!

বুঝেছিস তো? প্রহরীদের দিবি গাঁজা খৈনি

একজন ডাকাত রাজবাড়িতে ঠিক কতজন সৈনিক?

হীরু দুকুড়ি তো পগার পার আর বাকি রইল কী?

এসব কথা ইসমাইলকে বিশদ বলেছি ।

আহা কেমন চাঁদ উঠেছে ব্যাঁকা ।

এবার একটু একা

বাঁশিতে সুর তুলি!

পান্না সর্দার, পুলিশ ঘিরবে গোপালটুলি!

কয়েকজন ডাকাত সর্দার, আমরা দু চার জনে থাকি না এইখানে ।

হীরু মেরে ফেলবো জানে!

হীরের কথার অবাধ্য ফের হলে--

আহারে ঈশ! চাঁদ পড়েছে ঢলে!

এক্ষুনি যা ছোট!

পান্না, ঘোড়ায় ওঠ ।

বিলুও সঙ্গে যা

পুবদিকে ঠিক সাত কুড়ি পাঁচ পা

গেলেই তো বন, বনের মধ্যে তোরা তো এক জোড়া,

সামলে রাখিস আমার কালো ঘোড়া ।

নিলু, সোজা খালপাড়ে যা ওই যেখানে শ্মশানকালীর ঢিবি ।

গাছের ডালে লুকিয়ে বসে দু তিনটে শিস দিবি--

পুলিস যদি গয়লাপাড়ায় পাকায় গণ্ডগোল!

গয়লাপাড়ায় কানটা রাখিস, আর যা কিছু ভোল ।

পুলিস ধেয়ে গেলেই আরো দূরে
পথ ভোলাবি শিসের সুরে সুরে ।
বলেই হীরু বাঁশের বাঁশি তুলেছে তার ঠোঁটে ।
রাতের হাওয়ায় বাঁশির সুর আর ভাতের গন্ধ ছোটে ।
তারপরে কী হল তোমরা শুনতে আরো চাও?
বিশ শতকের শেষেও যদি আজও তোমরা চাঁদের হাটে যাও--
শুনবে সেসব কতদিনের কথা,
শুনতে শুনতে দুষ্টু ছেলেও ভোলে অবাধ্যতা ।
আজও দেখবে চাঁদের হাটের মেয়ে এবং ছেলে
ঠাকুমাদের কোলে শুয়ে হীরুর গল্প গেলে ।
সন্ধেবেলা, সাপকে যখন লোকে বলে লতা,
ঠাকুমারা বলবে হীরুর কথা ।



৫

ওদিকে তো গয়লাপাড়ায় উনিশশো নয় সালে
চাঁদ নেমেছে খালে ।
বাঁশির সুরে কাঁপছে আকাশ-বাতাস
ঠিক তখনই বনের মধ্যে এক দারোগা, সঙ্গে সিপাই সাতাশ--
শিকার দেখা বাঘের মতো আসছে চুপি চুপি ।
গায়ে তাদের খাকি পোশাক, মাথায় লোহার টুপি ।

হীরু শুধু বাঁশি বাজায়, তখনো চোখ বন্ধ!
হাওয়ায় ভাসছে জ্যোৎস্নামাখা বুনো ফুলের গন্ধ ।
গয়লারা এমন জোরে বাজাচ্ছেন যে? কাল কি যাবেন ফাঁসি!
হীরু আমার সঙ্গে তোরাও বাজা বাঁশি ।
গোল হয়ে বোস কদম গাছের তলায়
আচ্ছা, তোরা দুস্থটাকে দিয়েছিস দুধ কলা?
গয়লারা দুধ দিয়েছি, ঘি দিয়েছি, খেয়ে দিয়েছে ঘুম ।
খালের পাড়ে প্যাঁচা ডাকল, লক্ষ্মী না ভুতুম?
হীরু দৌড়ে যে যার বাঁশি নি' আয়, চটপট সুর তোল--
গয়লাপাড়ায় অতিথ আসছে, খাওয়াবি নাকি ঘোল?
বিশ-পঁচিশটা বাঁশির সুরে ভরল গয়লাপাড়া--
ঘুম-ভাঙা সব পাখির বাসায় পড়ল ভীষণ সাড়া ।
নেপথ্যে বজ্রকণ্ঠ হাম্বা থামা-- গরুগুলো! রাতদুপুরে ধরেছে সব বাঁশি!
গোটা গয়লাপাড়াকে আজ যদি না দিই ফাঁসি--
বলতে বলতে দারোগার দল হাজির ।
দারোগা কী হচ্ছে সব! ছুঁচো, প্যাঁচা, পাজি?
গয়লাদের বুক করছে তো ঢিবঢিব
গয়লারা এজ্ঞে, আমরা কেষ্টভক্ত জীব--
দারোগা রাত দুপুরে কেষ্টলীলা? কই সে? কেষ্ট নেই?
চোখ ঘুরিয়ে দেখল হীরু, তাদের ঘিরে পুলিসবেষ্টনী!
লাফিয়ে হীরু দারোগার পায়ে পড়ে
হীরু এতক্ষণে পরান ফিরল ধড়ে!
জয় ভগবান, রাধে কেষ্ট, হরি!
দারোগা গো, সন্ধে থেকে আমরা ভয়ে মরি ।
বাঁচান, মোদের বাঁচান!
ভুরু কুঁচকে দারোগা তার গোঁফজোড়াটি নাচান ।

দারোগা একজন সেপাইকে এই, এটাকে সরা এখান থেকে!

গয়লাদের বাঁশি তোরা বাজাচ্ছিলি কে কে?

কেষ্টভক্ত জীব ব্যাটারা, দাঁড়া দু হাত তুলে--

আদ্যোপান্ত সব কথা বল খুলে ।

বাঁশি কেন বাজাচ্ছিলি বল?

হীরু শুনি, বাবু, হীরু ডাকাতের দল



পাখি প্যাঁচার নকল করে আগাম খবর নেয়--

তারপরে ঝাঁপ দেয় ।

আজ হল কী--

রাজার লোক তো লুটে নে গেল ঘি--

দারোগা আহ! ওসব শুনতে চাইছি না--

হীরু না, না, সেসব কাঁদুনি গাইছি না--

যার যেমনটি কপাল বাবু । আজকে হঠাৎ শুনি

তক্ষক আর প্যাঁচা ডাকছে । শুনে তো তক্ষুনি--

দারোগা আই সি! কতদূরে-- ক'বার ডেকেছিল?

হীরু ছ-মাইল, বা হয়তো ন-মাইলও

হতে পারে । ক'বার?

একজন গয়লা আজ্ঞে, ন-বার ।

আরেকজন গয়লা সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, ছ-বার ।

দারোগা নয়-ছয়ের জ্ঞান নেই রে মূর্খ, গয়লা হওয়াই মানায় ।

একজন সেপাই হুজুর, বলুন সব কটাকে ধরে নিয়ে যাই থানায়?

দারোগা বকিসনি-- চুপ কর!

থানা গোয়ালঘর?

হীরু আজ্ঞে কত্তা, মোদের মাথায় শুকনো গোবর পোরা

দারোগা বাঁশি কেন বাজাচ্ছিলি তোরা?

ভয়ে কি কেউ বাঁশি বাজায়?

হীরু বাঁশিপাগল রাখাল রাজা--

তাঁরে--

দারোগা আরে!

তুই-ই একা কথা বলছিস? তুই কি এদের মোড়ল?

হীরু আজ্ঞে হুজুর । বুড়ো মানুষ-- ঘরে বসেই থোড় ওল

যখন যা পাই কাটি--

আর কী, এবার নিলেই হল মাটি!

বয়েস তো কম নয় ।

এখন শুধু মনে একটাই ভয়--

ভাগ্যে আছে হীরুর হাতে অপঘাতে মরা?

দারোগা

একজন সেপাইকে বলছি না এই বুড়োটাকে সরা!

গয়লাদের সত্যি করে বল--

এপথ দিয়ে যায়নি হীরুর দল?

রণ-পা চড়ে-- কিংবা ঘোড়ায়? হাতে সবার মশাল--

এসব যখন ঘটছে তখন ঠিক উনিশশো ন'সাল

হীরু শুনেই কেমন ঘাম বেরোচ্ছে দেখুন

গয়লারা হীরু দেখেও বেঁচে থাকব? আমরা শাল না সেগুন?

দারোগা মনে মনে যেখানে যাই সেখানে নেই!

বের হলাম কী কুক্ষণেই!



হঠাৎ সেপাইদের   রেডি! কুইক মার্চ!

প্রত্যেকটা ঘর কর গে সার্চ ।

এরা যে সব সত্যি বলছে আমি প্রমাণ চাই ।

উড়িয়ে দ্যাখ যেখানে যত ছাই ।

হীরু   ডাকাত কি গো বিড়াল, না কি টিয়ে?

পুষব ঘরে দুধ আর ছোলা দিয়ে!

একজন গয়লা   একে আমরা হীরুর ভয়ে কাবু--

হীরু   মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেন বাবু?

দারোগা   ছেঁদো কথায় কান দিবি না-- যা--

ভেঙে দেখবি প্রতিটি দরজা ।

বাসিন্দারা ক'জন সেটা গুনিস ।

এমন সময় খালের পাড়ে বেজে উঠল শিস ।

দারোগা   হল্ট! অ্যাটেনশান! সবাই ফেরো!

খালের পাড়ে জঙ্গলটা ঘেরো ।

দৌড়ে, কিন্তু পা টিপে টিপে চল--

শয়তানটা জানে নানান ছল

উত্তেজনায় দারোগার চোখ জ্বলে

সেপাই নিয়ে ঢুকল সোজা খালপাড়ের জঙ্গলে ।

এবারে শিস বাজল দূরের বনে ।

পঁচিশ হাজার ঝমঝমাচ্ছে দারোগাটার মনে ।

হীরু গয়লাদের   সময় নেই আর-- যাচ্ছি এখন, আবার আসব ফিরে ।

গয়লারা   জলদি এসো । ভোরটা হলেই ভোজ দেব দই-চিঁড়ের ।

একদিকে খাল, আরেক দিকে সামন্তদের বন

সেই যেখানে রয়েছে তিন জন,



পান্না বিলু ঘোড়া,
সেইখানে এক জোড়া
শঙ্খচিলের নকল ডাকে থামল হীরু ডাকাত ।
হীরু কী অপরূপ অরণ্যের এই রাত!
পান্না, বিলু বেরিয়ে এল সঙ্গে নিয়ে হীরুর ঘোড়াটিকে
হীরু চড়ল ঘোড়ায় আর ছেলেরা যায় গয়লাপাড়ার দিকে ।
হীরুর ঘোড়া হল এবার কালবোশেখির ঝড়
ঝড়ের মতোই ছুটছে ঘোড়া-- দুপাশে ধর-ধর
করে যেন ধাওয়া করছে পাহাড়ী জঙ্গল ।
হীরু ঘোড়াকে এখানেই থাক-- খেয়ে নে মিষ্টি জল ।
বলে হীরু একা-একাই গেল রাজার বাড়ি ।
প্রহরীরা সিদ্ধি খাচ্ছে, কেউ বা খাচ্ছে তাড়ি
কেউ বা লম্বা টান দিচ্ছে গাঁজায়
প্রহরীরা হো রামারে, সারে গামারে, ঘরমে নেই হ্যায় রাজা
আওরে দোস্ত, গাওরে দোস্ত, খাওরে খৈনি গাঁজা ।
হীরু রাজা নেই তো কেয়া হুয়া?
হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া
তোরাই তো আজ রাজা
ঘুরে ঘুরে ফিসফিসিয়ে বলল নিজের দলকে
বেশি করে সেজে দে গাঁজার কল্কে ।
এক দল নিস বল্লম আর এক দল নিস খাঁড়া
একে একে সবাই উঠে দাঁড়াস ।
আস্তে আস্তে আড়ালে চলে যা
মাতাল এরা, এগোবে না এক পা ।
মনে রাখিস, মশাল যেন নিমেষে ওঠে জ্বলে ।
শিস শুনলেই ঝাঁপিয়ে পড়বি জয় মা কালী বলে!



অনেক দিনের কথা-- তখন উনিশশো নয় সাল ।
রে-রে শব্দে জ্বলে উঠল অসংখ্য মশাল!
রাজবাড়িতে ঝড়ের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা--
দৌড়ে এল এগারজন-- ভিতরবাড়ির অস্ত্রধারী যারা ।
হীরু   জয় মা কালী, হরিবোল!
মাথার ওপর দু-হাত তোল
বাধা দিলেই যমের বাড়ি যাবি ।
মা-বোনেরা, বার করে দিন সিন্দুকের সব চাবি ।
ভয় নেই গো, যেমন আছেন থাকুন
গায়ের গয়না মেঝেয় খুলে রাখুন ।
আমি হীরু ডাকাত
নারী-শিশুর গায়ে দিই না হাত ।
রাজবাড়িতে হুলুস্থুলু
প্রহরীরা ঢুলুঢুলু
এগারজন অস্ত্রধারী দু-হাত তোলা পুতুল ।
হীরু   গয়লাপাড়ায় অত্যাচারের করে গেলাম উশুল!
রাজা ফিরলে বলিস
দু-কুড়ি লোক-- যাদের বাহন মহিষ
বাংলা-বিহার ছেড়ে গিয়েছে, ফেরার উপায় নেই
তাদের গলায় ফাঁসের দাগ এখনো শুকায় নি ।
মোষ আর গাড়ি নিয়ে গেলাম আমি--
হীরুর পায়ে রাজা মশাইয়ের সামান্য প্রণামী!
দলের লোকদের   কটা বস্তা হল?
দলের লোকেরা   তিন কুড়ি আর ষোলো ।
হীরু   গয়নাগাঁটি, খাবার-দাবার নিয়েছিস তো সব?
কয়েকজন ডাকাত   সব নিয়েছি, এমনকী ওই সাত বস্তা যব--

হীরু	ঘি?

কয়েকজন ডাকাত	তাও নিয়েছি ।



৬

মোষের গাড়ি বোঝাই করে গয়লাপাড়ায় যখন ফিরল তারা
ভোরের আলো তখনো সূর্য-হারা ।
অন্ন-বস্ত্র, সোনা-দানা, হারানো ঘিয়ের হাঁড়ি
পেয়ে তো সব গয়লাবউরা পরল নতুন শাড়ি ।
গয়লারা কেউ ঘুমোয়নি আর রাতে
সূর্য ওঠা মাত্র তারা নৃত্য-গীতে মাতে ।
গয়লারা	বাজা, কলসি বাজা
এলেন রাখাল রাজা!
হীরু ডাকাত মোদের ভগবান ।
জান বাঁচাল মান বাঁচাল
হীরুই ভগবান ।
ঘর ভরবে দুধে-ঘিয়ে
ধানের খেতে ধান
হীরু ডাকাত মোদের ভগবান ।

হীরু দুস্থ লোকটা ঘুমোচ্ছে কি? যা তো ডেকে আন--

সেই যে সেই মুমূর্ষুপ্রায় অতিথ--

একজন গয়লা ওই তো গাইছে গীত

দুস্থ লোক আহারে, এ কী মহৎ দৃশ্য!

হীরুর কাছে এসে আমায় করো তোমার শিষ্য ।

হীরু ডাকাত দেখে দুচোখ জুড়োয় ।

হীরু গয়লাদের খুদকুড়োয়

পেট ভরেছে? ঘুম হয়েছে কাল?

এই নাও গো, তোমায় দিলাম আমার গায়ের শাল--

এবার কী চাও? মাথা?

দলের লোকেরা সর্দার, এসব বলছ কী যা তা!

হীরু দলের লোকদের তোরাও এবার যে যা নিবি নে,

যাকে যা দিবি দে--

এবার আমার ছুটি ।

দলের লোকেরা সর্দার, তোমার দুটি

পায়ে পড়ি, শোনো--

দুস্থ লোক তোমায় ছাড়া বাঁচব না একজনও ।

একজন ডাকাত সর্দার, এই পরগাছাটা কে?

দুস্থ লোক বাড়ি আমার সরগাছা গাঁয়ে ।

একজন গয়লা সরগাছা গ্রাম? সুনাম শুনি ওদের সরভাজার--

হীরু লোকটা বড্ড গরিব, ভাবছি, পায় যদি ও পুরো পঁচিশ হাজার--

দলের লোকেরা সত্যি ভাবছ ধরা দেবে? ফেলব এটার লাশ!

দুস্থ লোক আপনারা কি পাগল হলেন? আমি কি কালিদাস?

যেই ডালটায় বসে খাচ্ছি সেটাই কাটব? তাছাড়া এই এমন মহৎ প্রাণ

ধ্বংস করব জেনেশুনে? আমি কি শয়তান?

আমি কি নরাধম?

কয়েকজন ডাকাত এই নে রে চাল গম

সঙ্গে কিছু টাকাও দিলাম-- এবারে বাপ কাট--

হীরু থাক না, বরং সঙ্গে যাবে সোজা চাঁদের হাট ।

দুস্থ লোকটিকে যাবে নাকি? দুদিন পরে বউকে নিয়ে এসে

থাকবে সুখে নদীর পাড়ের দেশে ।

দলের লোকদের তোরাও এবার যে যার গ্রামে ফের

টানিস না আর এই ডাকাতির জের ।

ধান ফলাবি, পাট ফলাবি, পালবি মুরগি মৌ,

দেখিস কষ্ট না পায় গাঁয়ের বউ ।

হীরুর কথা শুনেই-- ওই যে নিলু বিলু আর পান্না

কান্না গিলতে গিয়েও ফেলল কেঁদে

নিলু-বিলু-পান্না বাঁচতে চাই না, বাঁচতে চাই না, আর এ ছার প্রাণ না!

গয়লাদের গয়লাভাইরা, বলছিলেন না-- খালে ফেলবেন, গায়ে পাথর বেঁধে

হীরু এই ছেলেরা, হচ্ছে কী?

হীরু তোদের মরছে কি?

বাবা-মায়ের বড় কি কেউ আছে?

যা বাপ, তাদের কাছে ।

ততক্ষণে গয়লাপাড়ায় থেমেছে গান-বাজনা

গয়লারা থাকতে আপনি আসেন নি গো, যাবেন ঠাকুর-- আজ না ।

গয়লাবউয়েরা আজ খেয়ে যাও পায়েস-পিঠের ভোজ

গয়লারা আমরা কি আর পাচ্ছি তোমায় রোজ?

হীরু আজ যে তোরা মনের সুখে খাবি

সেটাই আমার সকল সুখের চাবি ।

থামাসনি নাচ গান--

ওতেই আমার জুড়োবে মন প্রাণ ।

সকলকে বিদায় দে রে এবার

দলের লোকেরা   কে বটে তুমি মিথ্যে হুকুম দেবার!

হীরু   হুকুম দিচ্ছে হীরে

এক্ষুনি যা ফিরে ।

ডাকাতদল তো জানে না আর হীরুর হুকুম বিনে ।

যেমন বিষাদ বাজতে থাকে ঠিক বিজয়ার দিনে

সবার মনে তেমনি বিষাদ, মুখগুলি সব ভার ।

কয়েকজন ডাকাত   সর্দার তোমায় বলছি এ শেষবার--

হীরু   আমার হুকুম শুনিস নি কি? হুংকারে কি কাঁপাব তল্লাট?

একজন ডাকাত   একটা কথা, যাচ্ছ চাঁদের হাট?



হীরু   ছোট্ট একটা কাজ রয়েছে, সেটা সেরেই বেরিয়ে পড়ব দূরে

পৃথিবীটা দেখব একটু ঘুরে

বিশেষ করে বিন্ধ্য-হিমালয়--

পুব আকাশে ওই চেয়ে দ্যাখ আলোর দিগ্বলয় ।

যা রে এবার । বিদায়!

ডাকাতদলও জানত না এই ছেড়ে যাওয়া কী দায়!

চোখের জলে বুক ভিজিয়ে গেল যে যার পথে ।

হীরু দুস্থ লোকটিকে   যাবে তো চলো, ওঠো আমার রথে ।

বলেই হীরু লাফিয়ে উঠল ঘোড়ায়

খাল পেরোবার সময় দ্যাখে খালের জলও ভোরের আলোয় মোড়া ।

বনের পথে যাচ্ছে হীরু, একই ঘোড়ায় দুজন ।

হীরু পেছনের লোকটিকে শুনতে পাচ্ছ? আহ কী পাখির কূজন!

ভোরবেলাকার বনের মজাই এই!

লোকটি ঠাকুরের আজ ভাসান যেন, আহারে, আজ সঙ্গে গজা নেই!

গয়লাবউ ভেজে দিয়েছে-- এই নাও গো, সরভাজা আর পুরি

বলেই সোজা হীরুর পিঠে বসিয়ে দিল ছুরি ।

